[স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত সামাজিক নাটক]

রাঘব বোয়াল

[স্বর্ণপদক প্রাপ্ত]

একদিনের বৌ, বোনাস, হকার, ওয়াগান ব্রেকার, হাতিয়ার

প্রণেতা

অগ্রদূত

সাহিত্যমালা

৫এ, কৃপানাথ লেন,

কলিকাতা-৫

পৌষ, ১৩৫৩ সাল

মূল্য-২.৫০ পয়সা।

কার কি বেশভুষা

শম্ভুচরণ ঘোষ। গোলগাল স্বাস্থ্য। বয়স ৫০। পরিধানে ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদর। সবই দামী। চোখে কালো চশমা, চুল কাঁচা-পাকা। অত্যন্ত বাশভারী মানুষ।

স্বপন। বয়স কুড়ি। ছিম-ছাম চেহারা। পোষাক আধুনিক। স্বভাব বর্ত্তমান যুবজনোচিত।

কুঞ্জলাল। বয়স তিরিশ। তালপাতার সেপাই। ধুতি পাঞ্জাবী, চাদর, কোচা মাটিতে লুটাচ্ছে। অত্যন্ত কর্ত্তাভজা।

রামদাস আগরওয়ালা। বড়বাজারের যে কোন মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ীদের মত। বয়স চল্লিশ।

বিনয়মাধব বসু। শীর্ণ চেহারা, অভাবের ছাপ সর্ব্বাঙ্গে। বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। মুখে খোচা খোচা দাড়ি। পোষাকে দৈন্যের ছাপ।

স্বরাজ। বয়স ২০।২২। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষী। জীবন-যন্ত্রনায় বিক্ষুব্ধ। পরণে আধময়লা ধুতি সার্ট।

বিপ্লব। ছোট ছেলে। হাফ সার্ট, হাফ প্যাণ্ট পরণে।

শশাঙ্ক রায়। আধুনিক কেতাদুরস্ত। মুখে মিষ্টি বুলি, স্বভাব শয়তান সুলভ। বয়স ৪০।৪৫, ধুতি, পাঞ্জাবী পরণে।

বেণীমাধব। শয়তানের চেলা। ধুতি হাপ সার্ট পরণে। বয়স ৩০।৩২, খোসামুদে।

গুপে। ছেঁড়া নোংরা পোষাক। বয়স ২৫। দারিদ্রের মূর্ত্তিমাণ অভিশাপ।

অরিন্দম। পুলিশি পোষাক। ব্যক্তিত্যপুর্ণ মানুষ। বয়স ২৭।২৮।

অতীন। যুবকর্ম্মী। বয়স ২৫।২৬।

ক্যাবলা। ভৃত্যের পোষাক। ছদ্মবেশী পুলিশ অফিসার। বয়স ২৫।২৬।

উৎসর্গ

শ্রীমতী গীতা দেবনাথ

সমীর দেবনাথ

এবং আমার দুই আদরের নাতি

শ্রীমান তাপস দেবনাথ

ও সুব্রত শালা [সমা]

অগ্রদূত

ভূমিকা

রাঘব বোয়াল! সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা তার। ন্যায়, নীতি, আদর্শবাদ, মানবিকতা, সব কিছু পেটের মধ্যে ঢুকিয়েও ক্ষুধা তার মেটে না। হাড় খেয়েছে, মাংস খেয়েছে, খাঁচাটা নিয়ে মহানন্দে ডুগ্‌ডুগী বাজাচ্ছে। অথচ মনে তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ছোট করার জন্যে এ নাটক নয়। জীবিত বা মৃত কারো ছায়া যদি এ নাটকে পড়ে থাকে, আমি তার জন্যে আন্তরিক দুঃখিত।

অগ্রদূত

চরিত্রলিপি

শম্ভুচরণ ঘোষ	প্রভাবশালী নেতা
স্বপন	ঐ পুত্র
কুঞ্জলাল	জনৈক সুবিধাবাদী
রামদাস আগরওয়ালা	ধনী ব্যবসায়ী
বিনয় বসু	প্রাক্তন দেশকর্মী
স্বরাজ	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র
বিপ্লব	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
শশঙ্ক রায়	মজুতদার
বেণী মাধব	ঐ বিশ্বস্ত কর্মচারী
গুপে	দরিদ্র যুবক
অরিন্দম	পুলিশ অফিসার
অতীন	যুব কর্মী
ক্যাবলা	!!

রাঘব বোয়াল

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[শম্ভু চরণের ড্রইংরুম। চেয়ার টেবিল সোফা কৌচ মোটামুটিভাবে সাজানো। টেবিলের উপর কয়েকটি ম্যাগাজিন। মদের গেলাস হাতে কথা বলিতেছিলেন শম্ভুচরণ ও রামদাস।]

শম্ভু। একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন শেঠজী—সেটা হচ্ছে দেশের লক্ষ লক্ষ শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষ একমুঠো ভাত আর একখানা শুকনো রুটির জন্যে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। তাদের কথা একটু ভাববেন। [মদ্যপান]

রাম। [মদ্যপান] সো তো জরুর ভাবতে হবে। মেহনতি জনতার কথা না ভাবলে পাপ হোবে।

শম্ভু। তেরোশ পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের কথা আজও আমার মানস পটে ভাসছে। যুদ্ধের নামে ব্রিটিশ বেনিয়ারা খাদ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে তিরিশ লক্ষ মানুষকে না খাইয়ে মেরে ফেলেছিল। আমি তখন জেলে। আমার মা বাবা, ছোট দুটো ভাই বোন উপোস করে মরেছিল।

রাম। [মুখের শব্দ করিল] চু চু চু। বড়ি দর্দভরি কহানী বাবুজী।

শম্ভু। [মদ্যপান] আজ আমরা স্বাধীন। দেশ শাসনের

ভার আমাদের হাতে। কোটি কোটি মানুষের দায়িত্ব আমাদের কাঁধে। আমরা শপথ নিয়েছি, একটা মানুষকেও না খেয়ে মরতে দেব না। জোতদার, মজুতদার, ভেজালদারদের সমূলে উচ্ছেদ করব। হাসি ফোটাব লক্ষ লক্ষ মেহনতি জনতার মুখে।

রাম। লেকিন বাবুজী, বিরুদ্ধবাদীরা বলে, মুখেই আপনাদের গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র—

শম্ভু। বলতে দিন শেঠজী, ওদের চিৎকারে আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না। আপনাদের হিন্দিতে একটা প্রবাদ আছে—হাতী যায় বাজার, কুত্তা ভোকে হাজার।

[মদ্যপান]

রাম। আপনি কেনো মন্ত্রীসভায় গেলেন না? রাম শ্যাম যদু মধু মন্ত্রী হইয়ে গেলো—

শম্ভু। ক্ষমতার স্পৃহা আমার নেই শেঠজী। আমি চাই জনগণের সেবা করতে। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র দেশবাসী একমুঠো ভাতের জন্যে, এক টুকরো রুটির জন্যে হাহাকার করছে—মাথা গোঁজবার জন্যে নেই এতটুকু আস্তানা, অথচ আমরা নামী হোটেলে বসে দামী দামী খাবার খাচ্ছি, ডিনার পার্টি দিচ্ছি, বাস করছি প্রাসাদোপম অট্টালিকায়।

[মদ্যপান]

রাম। মগর বাবুজী—

শম্ভু। লেট মী ফিনিস শেঠজী। যখনি এই সব ক্ষুধার্ত্ত মানুষগুলোর কথা মনে পড়ে, কোর্মা পোলাও গলা দিয়ে নামতে

চায় না। তবুও খেতে হয়। দেশের কাজ করতে হলে শরীর-টাকেতো বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

[মদ্যপান]

রাম। হামার লাইসেন্সটা সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করলেন ?

শম্ভু। ও—ইয়েস। বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলেছি, ইণ্ডাষ্ট্রী—আই মিন, কল-কারখানা না বাড়লে দেশ থেকে বেকারী দূর করা সম্ভব নয়। আর বেকারী দূর করতে না পারলে সুষ্ঠুভাবে দেশ শাসনও সম্ভব নয়।

রাম। জী হাঁ। সেই জন্মেই হামি কারখানা খুলতে চায়। হাজার হাজার বেকার ছেলের চাকরি হবে, লেন-দেন বাড়বে। মেহনতী জনতার বোট ভী হাপনারা পাবেন।

শম্ভু। আমি যখন কথা দিয়েছি, লাইসেন্স আপনি নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন। তবে কিছু খরচপত্তর—

রাম। জরুর, জরুর। নাফা কোরব ঔর খরচ কোরবনা, সেকি হোতে পারে ? কেতো টাকা দিতে হোবে বোলেন—

শম্ভু। না না, আমাকে নয়, আমাকে কিচ্ছু দিতে হবে না। আমি একনিষ্ঠ দেশকর্মি, জনতার সেবক—আমি ঘুষ খাবো ?

রাম। মাফ কিজিয়ে বাবুজী। কাকে দিতে হোবে হামি তো জানেনা। হেঁ হেঁ, হামি ভাবলো—

শম্ভু। [মদ্যপান] ভেতরে চলুন, বলছি। আমলারা হচ্ছে এক একটি রাঘব বোয়াল। কিছুতেই ওদের খাই মিটছে না।

খালি দাও আর দাও। ব্রিটিশ আমলে পেয়েছে, অভ্যাসটা এখনো ত্যাগ করতে পারেনি।

রাম। হামি ভী দেব। নাফা করতে হোলে কুছু খরচ তো জরুর করতে হোবে।

শম্ভু। আসুন। ক্যাবলা—ক্যাবলা—

[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত।

[ক্যাবলার প্রবেশ।

ক্যাবলা। ইয়েস স্যার।

শম্ভু। গেলাস দুটো ভেতরে নিয়ে যা।

[উভয়ের প্রস্থান।

[টেবিল মুছিয়া গেলাস লইয়া ক্যাবলা চলিয়া গেল। ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত, কোচা হাতে কুঞ্জলালের প্রবেশ। চেয়ারে বসিয়া টেবিল হইতে একটা ম্যাগাজিন লইয়া পাতা উল টাইতে উল্টাইতে বলিল।]

কুঞ্জ। ক্যাবলা—ক্যাবলা—

ক্যাবলা। [প্রবেশ করিয়া] ইয়েস স্যার।

কুঞ্জ। কফি—

ক্যাবলা। নো স্যার, কফি নট্। বলেন তো চা এনে দিচ্ছি।

কুঞ্জ। অগত্যা। কফি যখন নেই বলছিস, চা-ই সই। তবে বিস্কুট নিয়ে আসিস। খালি পেটে চা খাওয়া অভ্যেস নেই।

ক্যাবলা। ভেরী গুড্ স্যার।

[প্রস্থান।

[ম্যাগাজিনের পাতা উলটাইতেছিল কুঞ্জলাল। প্রবেশ করিলেন বিনয় বোস, কাঁচা পাকা মাথায় চুল, বেশবাস ছিন্ন, মলিন। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ।]

বিনয়। [ইতস্তত ভাবে শুনছেন!

কুঞ্জ [ম্যাগাজিনে চোখ রাখিয়া] উঁ।

বিনয়। ইয়ে—মানে, বলছিলাম কি—দয়া করে একবার শম্ভুকে ডেকে দেবেন ?

কুঞ্জ। [বিস্ময়ে] শম্ভু!

বিনয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, শম্ভু চরণ সেন। বলুন, বিনয়—মানে, বিনয় মাধব বোস দেখা করতে এসেছে।

কুঞ্জ। [বিনয়ের আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিয়া] কোত্থেকে এসেছ ? রাচী না মানকুণ্ডু ?

বিনয়। আজ্ঞে ?

[চা লইয়া ক্যাবলার প্রবেশ।]

কুঞ্জ। [চা খাইতে খাইতে] বলছি পালিয়ে এসেছ, না ডাক্তাররা ছেড়ে দিয়েছে ?

বিনয়। আজ্ঞে ডাক্তার—

কুঞ্জ। হ্যাঁ, এই অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। কারণ এখনো তুমি পুরোপুরি সুস্থ নও।

ক্যাবলা। কি ব্যাপার স্যার? কি চাইছেন ভদ্রলোক, ভিক্ষে?

কুঞ্জ। আরে ভিক্ষে চাইলে তো কথাই ছিল না। দুটো পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দিতাম। বলে কিনা শম্ভুকে একটু ডেকে দিন। আস্পর্দ্ধাটা দেখ একবার! পাগলা না হলে এমন প্রলাপ বকতে পারে কখনো? লোকটা নিশ্চয়ই পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে।

বিনয়। আপনি বিশ্বাস করুন, শম্ভু আমার বিশেষ—

কুঞ্জ। আরে যাও-যাও, মেলা বকিওনা! দেশের বাচ্চা-টাও জানে শম্ভুদার সঙ্গে দেখা করতে হলে একমাস আগে থাকতে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করতে হয়। মন্ত্রীদের দেখা পাওয়া সহজ, কিন্তু শম্ভুদা—

ক্যাবলা। বটেই তো! হাজার হোক উনি হচ্ছেন জনতার সেবক। মরবার ফুরসত পর্যন্ত নেই। দিন রাত ব্যস্ত। এখান থেকে কোন মন্ত্রী ফোন করছেন, ওখান থেকে কোন বিগ মার্চেণ্ট—

কুঞ্জ। বোঝা, লোকটাকে বোঝা ক্যাবলা—শম্ভুদা কি দরের মানুষ। গোটা দেশ শম্ভুদার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, আর উনি—

বিনয়। আজ্ঞে সে কথা জানি বলেই এসেছি। আমার বড় অভাব। বড় ছেলেটা বি. এ. পাশ করে তিন বছর বেকার বসে আছে। বাড়ী বন্ধক দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি—

[কথা বলিতে বলিতে শম্ভুচরণ ও রামদাসের প্রবেশ]

শম্ভু। নট্ ওনলি ছাট শেঠজী। দেশের লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষের কথা চিন্তা করে আপনাকে এগোতে হবে। দেশের বেকার সমস্যা আজ ভয়াবহ। এই সমস্যা দূর না হলে দেশের বুকে আগুন জ্বলে উঠবে।

রাম। জী হাঁ, সো বাত জানি বোলেই কারখানা খুলতে চাইছি।

শম্ভু। জনতাকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি দেশ থেকে দারিদ্র দূর করব। জোতদার, মজুতদার, মুনাফাখোরদের শায়েস্তা করব। দুর্নিতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্রের অবসান করে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করে হাসি ফোটাব লক্ষ লক্ষ, জনতার মুখে।

কুঞ্জ। কিন্তু দাদা, অনেকে বলে, দারিদ্র হঠানো কথা শুধু ভাঁওতা বাজী। লোককে ধোঁকা দিয়ে—

শম্ভু। বলতে দাও কুঞ্জ, ওদের বলতে দাও। ওদের কথায় আমাদের কিছুই যায় আসেনা। ওরা যতই চিৎকার করুক, আমরা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবই। দেশের একটা মানুষকেও আমরা না খেয়ে মরতে দেবনা।

রাম। হামি যাচ্ছে বাবুজী। পরশু তা হলে আমার ওখানে যাচ্ছেন তো?

শম্ভু। দেখি চেষ্টা করে।

রাম। চেষ্টা নয়, যেতে আপনাকে হোবেই। হামি গাড়ী পাঠাব। ঔর হাঁ—বাড়ীটাভী সেইদিন রেজেষ্ট্রী করে দেব।

ইত্না দিন দেশকে সেবা কোরলেন, লেকিন নিজের জন্যে কুছু কোরলেন না—

কুঞ্জ। আপনি কি দাদাকে বাড়ী দিচ্ছেন শেঠজী? মানে, বাড়ী দান করছেন আপনি?

শম্ভু। দেখনা পাগলের কাণ্ড। ভাড়া বাড়ীতে আছি, এইতো বেশ আছি। আবার বাড়ী কেন? ভিখারী বাউণ্ডুলে মানুষ—বাড়ী দিয়ে আমি কি করব?

রাম। সো বাত্ বোললে কি চলে বাবুজী? হাপনি ভিখারী হোলে হামরা কি? দেশের লাখো লাখো জন্তার নয়ন-মনি হাপনি। হাপনি আছেন বোলেই দেশটা চোলছে।

কুঞ্জ। অয়—অয়—এই হলো লাখো কথার এক কথা। দাদা যেদিন না থাকবে, গোটা দেশটা অন্ধকারে ডুবে যাবে। দেশে এমন একজন নেতাও নেই, যে দাদার শূন্যস্থান পূরণ করবে।

ক্যাবলা। কেন স্যার, আপনিতো রয়েছেন।

কুঞ্জ। চুপ কর নির্ব্বোধ! কিসে আর কিসে। লক্ষ-বছর সাধনা করলেও দাদার মত হতে হবে না। মন্ত্রী গেলে আর একজন মন্ত্রী আসবেন। কিন্তু দ্বিতীয় শম্ভুচরণ এই হতভাগা দেশে আর জন্মাবে না।

শম্ভু। তুমিতো জানো কুঞ্জ, মনে-প্রাণে আমি সন্ন্যাসী। দেশসেবা আমার ধর্ম্ম, জনগণ আমার ভগবান। লক্ষ লক্ষ নির্যাতীত নিপীড়িত মানুষ আমার আত্মার আত্মীয়।

কুঞ্জ। দাদা!

শম্ভু। আমি ক্ষমতা চাইনা. প্রভুত্ব করতে চাইনা, চাইনা সরকারি দাক্ষিণ্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যেন আর্ত্তমানবের সেবায় আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারি !

ক্যাবলা। একটু পদধূলি দিন স্যার ! আপনার মত মহৎ সন্তান পেয়ে দেশ-জননী ধন্য !

[পদধূলি লইল]

কুঞ্জ। আমাকেও একটু পায়ের-ধু লা দিন দাদা। [তথাকরণ]

রাম। আমি যাচ্ছে বাবুজী! কৃপা করকে হামার লাইসেন্সটার দিকে থোড়া নজর দেবেন। হাপনার দেশসেবার পুরস্কার জন্‌ তা না দিক, হামলোগ জরুর দেবো। আচ্ছা, হাম চলে।

শম্ভু। এরাই দেশের বরেণ্য সন্তান। অথচ দেশের একদল বেইমান তারস্বরে চি কার করছে, এরাই নাকি দেশটাকে জাহান্নমে পাঠাচ্ছে। ধনী লোক দেশে না থাকলে চলে ?

কুঞ্জ। ব্যাটা রামদাস আক্ষরওয়ালা রাঘব বোয়াল। একে যেন লাইসেন্স ইস্যু কোরবেন না দাদা! অবশ্য বাড়ীটা যদি দেয়—

শম্ভু। ভেতরে এসো কুঞ্জলাল, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কুঞ্জ। চলুন।

[চলে যাচ্ছিলেন শম্ভুচরণ, ইতস্তত ভাবে ডাকিলেন বিনয়। তিনি এতক্ষণ একপাশে সংকুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন]

বিনয়। শম্ভু!

শম্ভু [বিস্মিতভাবে] কে?

বিনয়। আ-আমাকে চিনতে পারলেনা ভাই? আমি বিনুদা! মানে বিনয় মাধব বোস!

শম্ভু। বি-ন-য় মাধব—বোস!

বিনয়। হ্যাঁ। আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে এক সঙ্গে বহুদিন ছিলাম আমরা। তোমাদের অনুরোধে জেলারের সঙ্গে খাবার নিয়ে ঝগড়া করেছিলাম। মনে নেই তোমার? নীচু মানের খাদ্য দিতো বলে দশদিন অনশন ধর্ম্মঘট করেছিলাম। শেষে আমাদের চাপের ফলে ভাল খাবার দিতে বাধ্য হোল।

শম্ভু। দেখুন, আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারছিনা।

বিনয়। শম্ভু!

শম্ভু। আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে বহু লোকই ছিল। কত জনকে মনে রাখব বলুন? জানো কুঞ্জ, আমার ভয়ে জেলার ভদ্রলোক সব সময় সন্ত্রস্ত থাকতো। এখন রিটায়ার করেছে। এইতো সেদিন এসেই প্রণাম করে বললো, দেবদর্শণ করতে এলাম স্যার! হাঃ হাঃ হাঃ। এত হাসি পাচ্ছিল আমার! পৃথিবীতে কত রকম লোক যে আছে!

কুঞ্জ। ও সমস্ত লোককে একদম প্রশ্রয় দেবেন না দাদা। ব্রিটিশ বেনিয়ার পা-চাটা গোলাম ছিল ব্যাটারা। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাই ভোল পাল্টে দলে ভিড়তে চাইছে।

বিনয়। আচ্ছা, একটা কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে?

জেল ওয়ার্ডারের বারণ সত্ত্বেও সারারাত আমরা চিৎকার করে গান গাইছিলাম—

শম্ভু। না, ঠিক মনে নেই।

বিনয়। আচ্ছা, খবরের কাগজ নিয়ে ঝগড়া করেছিলাম—

কুঞ্জ। আপনি তো আচ্ছা প্যাঁচালো লোক মশাই। বার-বার দাদা বলছেন, চিনতে পারছিনা, তবু আপনি সাত কাহন করে জেলের পাঁচালী শোনাচ্ছেন? যান, বাইরে যান! যত সব ইয়ে এসে জুটেছে। আপনার মত সুযোগসন্ধানী—

শম্ভু। এই দুনিয়ায় সুযোগসন্ধানী লোকের অভাব নেই

কুঞ্জ। দেশ স্বাধীন হবার পর অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের নামাবলি গায়ে দিয়ে কাজ গুছুতে এসেছে। নানারকম গল্প ফেঁদে আমার সহানুভূতি—

বিনয়। তুমি বিশ্বাস কর শম্ভু, ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি, একটা কথাও আমি মিথ্যে বলিনি। সত্যিই আমি দেশের জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছিল ন।

শম্ভু। হতে পারে, কিন্তু আমার স্মরণ নেই। হাজার হাজার লোক বাণের জলের মত জেলে এসেছে। কত জনকে মনে রাখব?

কুঞ্জ। সব ধাপ্পাবাজী! সেদিন একব্যাটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এসে বললে, কিছু সাহায্য চাই। লবণ সত্যাগ্রহের সময় নাকি পুলিশ ঠেঙ্গিয়ে ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছিল। যত সব ফোর-টোয়েন্টি।

শম্ভু। এ্যাকচুয়ালী।

বিনয়। আমি জানতাম, আমি জানতাম শম্ভু, আজ আর তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। দীর্ঘ পনের বছর জেল খেটেছি। পুলিশের নির্ম্মম অত্যাচার সহ্য করেছি। ভাল চাকরি করতাম, ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম স্বাধীনতা সংগ্রামে। খুব পুরস্কার পেলাম, দেশ সেবার পুরস্কার ভাল করেই পেলাম।

[চলে যাচ্ছিলেন]

শম্ভু। দেখুন, ও সব কথা আমাকে শুনিয়ে লাভ কি বলুন? আপনি যদি সত্যিই দেশের সেবা করে থাকেন, সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করুন। ওদের মর্জি হলে দু-পাঁচ টাকা—

বিনয়। ভিক্ষে চাইব? সরকারের কাছে ভিক্ষে চাইতে যাব? আমি ভিক্ষে চাই না, আমি চাই ছেলের চাকরি। বি. এ, পাশ করে তিন বছর বেকার বসে আছে, কেন সে চাকরি পাবে না? কেন আমার পরিবার না খেয়ে মরবে? জবাব দাও, জবাব দাও স্বাধীন দেশের জনতার প্রতিনিধি—কেন উপোস করে মরব আমরা?

শম্ভু। অধৈর্য হবেন না। পরবর্ত্তি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দশ লক্ষ বেকারের কর্ম্ম সংস্থান করা হবে। ছেলেকে দরখাস্ত করতে বলবেন। হয়তো একটা কিছু হয়েও যেতে পারে।

বিনয়। পরিকল্পনা! আজ বিশবছর ধরে জনতাকে ভুয়ো আশা দিয়ে আসছো তোমরা। আজ যদি ক্ষুধার জ্বালায় আমার ছেলে চুরি করে, গুণ্ডামী করে, ওয়্যাগন ব্রেকার হয়, তার জন্যে দায়ী কে? তোমরা নও?

শম্ভু। বিনয়বাবু।

বিনয়। ভারতবর্ষ গরীবের দেশ। লক্ষ লক্ষ মানুষের মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই। কোটি কোটি মানুষের পেটে জ্বলছে ক্ষিধের আগুন। কোন্ লজ্জায় তোমাদের কর্তারা এয়ারকণ্ডিসন ঘরে থাকে? কোন আক্কেলে বিদেশ ভ্রমণে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় করে?

শম্ভু। আপনি বাজে কথা বলবেন না। তাঁরা—

বিনয়। তাঁরা জনতার সেবক! বলতে পারো, জনগণের দুঃখ দুর্দশার কতটুকু খবর রাখেন তাঁরা? কেন তাঁদের দেহরক্ষীর জন্যে লাখ লাখ টাকা খরচ হয়? জবাব দাও—জবাব দাও জনতার প্রতিনিধি, এই স্বাধীনতা কাদের জন্যে? কারা পাচ্ছে লাইসেন্স, পারমিট? কারা পাচ্ছে সরকারি দাক্ষিণ্য?

কুঞ্জ। লোকটা বড় বাড়াবাড়ি করছে দাদা। থানায় একটা ফোন করে দিন। পুলিশের ডাণ্ডা খেলে তবে বাছাধন ঠাণ্ডা হবে।

[স্বপনের প্রবেশ]

স্বপন। কিন্তু ওঁর অভিযোগগুলো কি মিথ্যে?

শম্ভু। স্বপন।

স্বপন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে জনতাকে যে প্রতিশ্রুতি আপনারা দিয়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। এমন কি, মানুষের ন্যূনতম দাবী একমুঠো নুন ভাতের ব্যবস্থাও আপনারা করতে পারেন নি। কায়েমী স্বার্থের যূপকাষ্ঠে প্রতি-

নিয়ত বলি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারা মানুষ। জোতদার জমিদার মহাজনের হাতের পুতুল আপনারা। তারা আপনাদের যেমন নাচাবে আপনারা তেমনি নাচবেন—নিজেদের কিছু করার ক্ষমতা নেই।

শম্ভু। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি স্বপন—

স্বপন। দেশের বড় শক্তি যুব সমাজ আপনাদের আচরণে ক্ষুব্ধ। তারা ধুঁকছে, তারা ফুঁসছে, তারা জ্বলছে। বাণী দিয়ে তাদের শান্ত রাখতে পারবেন না। আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভা-স্রোতের মত যুবশক্তি যেদিন ঝাঁপিয়ে পড়বে—

শম্ভু। [সক্রোধে] স্বপন।

বিনয়। না শম্ভু, রক্তচক্ষু দেখিও না। রক্তচক্ষু দেখিয়ে তোমার দলের লোককে ঠাণ্ডা করতে পারবে, অশান্ত যুব-শক্তিকে নয়। তোমাদের বৈষম্য-মূলক আচরণে—

শম্ভু। বিনয়বাবু!

বিনয়। বাংলার যুবশক্তি মরেনি শম্ভুচরণ। বিংশশতাব্দির তিরিশ দশকের কথা নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাও নি। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, বিনয়-বাদল-দিনেশ, চট্টগ্রামের স্বাপ্নীক বীর অগ্নি-শিশু সূর্য্য সেন, অরবিন্দ, বারিন ঘোষ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সিংহের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। এরা তাঁদেরই উত্তর পুরুষ। সাবধান শম্ভুচরণ, সাবধান।

[চলে যাচ্ছিলেন]

কুঞ্জ। দাদা, ব্যাটা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ দলের লোক।

বিনয়। না কুঞ্জলাল, হিংসার রাজনীতিকে আমি বিশ্বাস করি না। তবে তোমাদের বন্ধ্যানীতি যদি পরিবর্তন না কর, ঘরে ঘরে তৈরী হবে সমাজবিরোধী মস্তান। মুখে বড় বড় বুলি না আউড়ে কাজ করে দেখাও। নইলে বিংশশতাব্দীর জাগ্রত যৌবন তোমাদের রেহাই দেবে না।

[প্রস্থান।

ক্যাবলা। কথাগুলো বর্ণে বর্ণে সত্যি। আমার মনের কথা—

কুঞ্জ। ক্যাবলা।

ক্যাবলা। রাজনীতির বাস্তুঘুঘুদের সরিয়ে দিয়ে যুবশক্তি যদি শাসনক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে, তাহলে সত্যিই দেশের মঙ্গল হবে।

[প্রস্থান।

স্বপন। আমার অনুরোধ বাবা, হাজার হাজার শিক্ষিত বেকারদের অবহেলা করবেন না। তরুণদের বাঁচবার সুযোগ করে দিন। যুবশক্তিকে কাজ করবার সুযোগ দিন—নইলে সমগ্র দেশ জুড়ে আগুন জ্বলে উঠবে।

শম্ভু। যুবশক্তিকে সুযোগ দেব? রাজনীতির কি বোঝে তারা? আজ যদি আমি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াই, পারবে তোমাদের যুব সমাজ আমার শূন্যস্থান পূরণ করতে?

কুঞ্জ। মাথা খারাপ। ওরা পারে চায়ের কাপে রাজনীতির তুফান তুলতে। আপনি সরে দাঁড়ালে দু'দিনেই দেশের বারটা বেজে যাবে।

স্বপন। যুবশক্তি আর কিছু না পারুক, রাষ্ট্রযন্ত্রকে দুর্নিতি-মুক্ত, করতে পারবে। শায়েস্তা করতে পারবে দুর্নীতিগ্রস্থ আমলাদের।

শম্ভু। দুর্নিতি!

স্বপন। হ্যাঁ বাবা, দুর্নীতি। দেশে চালের অভাব অথচ দ্বিগুণ দাম দিলে যত খুশী চাল পাওয়া যাচ্ছে। সরকার জেনেও চোখ বুজে আছে। সরকার পারে না মজুতদারদের শায়েস্তা করতে?

শম্ভু। আইন—

স্বপন। টাকার জোরে ধনীরা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখায়। জোতদার মজুতদারদের প্রশ্রয় দিচ্ছে আপনার মত প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারা। এখনো সাবধান হোন বাবা, যুবশক্তি আর ঘুমিয়ে নেই। চোখ তাদের খুলে গেছে।

[চলে যাচ্ছিল]

শম্ভু। স্বপন!

স্বপন। মুখে আপনাদের গণতন্ত্রের বুলি। সমাজতন্ত্র বইয়ের পাতায় মাথা কুটে মরছে। আপনারা ক্ষমতার দম্ভে ভুলে গেছেন পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি। দুর্নীতির শিকার হয়েছেন আপনারা। এখনো সাবধান না হলে, যুবশক্তি পথের ধুলোয় আপনাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, কেড়ে নেবে শাসন ক্ষমতা।

[প্রস্থান]

শম্ভু। অপদার্থ। নির্ব্বোধ।

কুঞ্জ। ছেলে আপনার দৈত্য-কুলের পেল্লাদ! ক্ষমতা বাগাবার তালে আছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আর কি!

শম্ভু। যেতে দাও, অবস্থা বুঝে ব্যাবস্থা করতে হবে। ক্যাবলা—ক্যাবলা—

ক্যাবলা। [নেপথ্যে] ইয়েস স্যার !

শম্ভু। দু জনের খাবার দে।

কুঞ্জ। শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

শম্ভু। তাই নাকি? কি বললে?

কুঞ্জ। সময় করে একটু পায়ের ধূলো দিতে বলেছেন। লোকটা টাকার কুমীর দাদা। চেপে ধরলে হাজার পঞ্চাশ আদায় হতে পারে।

শম্ভু। অত টাকা দেবে কি ?

কুঞ্জ। দেবেনা মানে! গত বছর শুধু চালেই কামিয়েছে তিন-চার লাখ টাকা। এবারেও কি দু-চার লাখ না কামাবে? বলবেন লাইসেন্স বাতিল করে দেব—ব্যাস, তাহলেই হবে।

শম্ভু। পারি না কুঞ্জ, আমি যে নির্দয় হতে পারি না। দু পয়সা করে খাচ্ছে, বিশেষ করে বাঙালীর ছেলে—

কুঞ্জ। আহা, বাঙালী বলে কি কাউকে ঠকাবে না? আর তা ছাড়া এই ক্ষমতা চিরকাল থাকবে আপনার? সময় থাকতে যা পারেন কামিয়ে নিন—। গণেশ যদি একবার উলটে যায়, কেউ তখন আপনার ছায়াও মাড়াবে না।

[ক্যাবলা দুজনের লুচি মাংস প্লেটে করিয়া রাখিয়া মদের বোতল খুলিয়া দুই গেলাস মদ রাখিয়া চলিয়া গেল]

শম্ভু। নাও, খেয়ে নাও।

কুঞ্জ। খাচ্ছি।

[দুজনে খাইতে খাইতে আলাপ করিতেছিল। মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছিল গেলাসে। ছিন্ন মলিন বেশে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল গুপে। মুখে খোচা খোচা দাড়ি। ঢোক গিলেতে লাগিল। জিভ চাটিতে লাগিল।]

কুঞ্জ। লুচি আপনার ভালো লাগে দাদা?

শম্ভু। কি করব ভাই, চালের ক্রাইসিস্ তো, তাই বাধ্য হয়ে লুচি খাচ্ছি। আমরা যদি ভাতের জন্যে হা-পিত্যেস করি, সাধারণ মানুষ বলবে, দেখেছ, নেতারাই ভাত খাচ্ছে, আর আমাদের বলছে শুকনো রুটি খাও। তাই বাধ্য হয়ে লুচি মাংসের ব্যবস্থা করেছি।

কুঞ্জ। সত্যি দাদা, আপনার মমত্ব-বোধ যে কোন নেতারই অনুকরণীয়।

শম্ভু। মাঝে কয়েক দিন শুধু আপেল, আঙ্গুর খেয়েছি। কিন্তু যখনই ভাবলাম, লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষ একমুঠো ভাত খেতে পাচ্ছে না, তখনই ফল খাওয়া বন্ধ করে দিলাম।

কুঞ্জ। এতদিনে বুঝলাম, কেন আপনি জনতার নয়নমনি।

[উভয়ে মদ্যপান করিতে লাগিল। গুপে আগাইয়া আসিল]

গুপে। বাবু! বাবু শুনছেন?

কুঞ্জ। একটা কথা বার বার আমার মনের কোণে উঁকি মারছে দাদা। কিন্তু বলা উচিত হবে কিনা—

শম্ভু। [গেলাসে চুমুক দিয়া] কি কথা? তুমি আমার একান্ত অনুগ্রহভাজন, নিঃসঙ্কোচে বলতে পারো।

কুঞ্জ। আমার মনে হচ্ছে, আপনার ছেলে স্বপন যুবশক্তিকে লেলিয়ে দিয়ে আপনাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায়। আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি দাদা, আপনার মত ঋষিকল্প মানুষের বিরুদ্ধে—

শম্ভু। কথা কি জানো কুঞ্জলাল, ক্ষমতার স্পৃহা মানুষকে অমানুষে পরিণত করে। ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি প্রমান আছে। নইলে সম্রাট সাজাহানের মত স্নেহবৎসল পিতাকে—

গুপে। [জিভ চাটিতে চাটিতে] বাবু—বাবু শুনছেন?

কুঞ্জ। কে? কেরে তুই? যা, বাইরে যা বলছি। গেলি শুয়ার? কি, কানে যাচ্ছে না কথাগুলো? ক্যাবলা—

[গুপে আরও আগাইয়া আসিল।]

গুপে। আজ দু দিন কিছু খাইনি বাবু। দয়া করে দু খানা লুচি—

কুঞ্জ। ক্যাবলা—ক্যাবলা—এই ক্যাবলা—

[ক্যাবলার দ্রুত প্রবেশ।]

ক্যাবলা। ইয়েস স্যার।

কুঞ্জ। কান ধরে বাইরে বার করে দে ওটাকে। হারামজাদা ভিখিরিদের জ্বালায় ঘরে পর্যন্ত তিষ্ঠোবার উপায় নেই। একটু জুৎ করে খেতে বসেছি—

ক্যাবলা। লুচি তো আছে, দিই না দু'খানা? দেব স্যার?

শম্ভু। ওরে বোকা, আমিই কি দিতে পারতাম না? দেব না, কারণ লুচি খেয়ে হজম করতেও পারবে না। সত্যি, এদের দেখলে দুঃখ হয়। পেটে নেই ভাত, পরণে নেই কাপড়, অর্দ্ধ উলঙ্গ মানুষগুলো যেন বিংশ শতাব্দীর জ্বলন্ত প্রতিবাদ। কিন্তু কি করব? কর্তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম—আমার কথায় কেউ কান দিলে না।

কুঞ্জ। ভিখিরিদের বাড়ী করে দেবার যে পরামর্শ আপনি দিয়েছিলেন সে প্রোগ্রাম কি ধামা চাপা পড়ে গেল দাদা?

শম্ভু। আরে ভাই, জানতো, আমলাদের আঠারো মাসে বছর। সকলেই ধান্দাবাজ। খালি টাকা কামাবার ধান্ধা।

কুঞ্জ। কিরে, এখনো তুই দাঁড়িয়ে আছিস?

গুপে। দুখানা লুচি দয়া করে দিন বাবু। আজ দু'দিন পেটে দানা পড়েনি। দিন না বাবু—

কুঞ্জ। দাদা কি বললেন শুনতে পেলি না? লুচি খেলে বদহজম হবে। তার চেয়ে দেখ কোন বাড়ীতে শুকনো রুটি—

গুপে। লুচি কেন, পাথর খেয়ে আমরা হজম করতে পারি। খাওয়াতো আপনাদের হয়ে গেছে, বাকি যা আছে হয় নর্দমায় ফেলে দেবেন, না হয় কুকুরকে ধরে দেবেন। আমরা কি কুকুরেরও অধম ? না কি আমাদের জন্যে স্বাধীনতা আসেনি ?

[গেলাস হাতে উঠিয়া পড়িলেন শম্ভুচরণ, কুঞ্জলালও গেলাস হাতে দাঁড়াইল]

কুঞ্জ। কি—কি বললি শুয়ার! স্বাধীনতা —?

শম্ভু। এই জন্যে বাঙালী ছেলেগুলোকে দু-চক্ষে দেখতে পারি না। রাস্তার ভিখিরি থেকে পেটের বাচ্চাটা পর্যন্ত রাজনীতি করবে। অ্যাঁ, দেশের হলো কি ?

গুপে। রাজনীতি নয় বাবু, রাজনীতি নয়। এর নাম ক্ষুধার জ্বালা। আমাদের পেটে জ্বলছে আগুন। শান্তির ললিত বাণী দিয়ে এ আগুন নেভানো যাবে না। পথে নেমেছে লক্ষ জনতার মিছিল। তাদের মুখে এক বুলি—অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, মানুষের মত বাঁচতে চাই।

কুঞ্জ। বেরো, বেরো শুয়ার—

গুপে। কেন বেরোব ? আপনারা পেট ভরে খাবেন লুচি, মাংস, পোলাও আর আমাদের পোড়া রুটি জুটবে না ? আপনারা চারতলা বাড়ীতে বাস করবেন, আর আমরা ফুটপাতে ভিজবো ? আপনারা গাড়ী করে ঘুরে বেড়াবেন আর আমরা শেয়াল কুকুরের মত তাড়া খেয়ে বেড়াব ? জবাব দিন, জবাব দিন, কেন এই বৈষম্য। জবাব দিন- জবাব দিন—

শম্ভু। জবাব চায় —দাঁড়া জবাব দিচ্ছি—

[মদের গেলাস হাতে ঘুষি পাকাইল শম্ভুচরণ]

[সিন পড়িল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শশাঙ্ক রায়ের বাড়ী]

[বৈঠকখানা ঘর। একটা টেবিল, খান-তিনেক চেয়ার। দেয়ালে বিভিন্ন নেতার ছবি। কথা বলিতেছিল শশাঙ্ক ও বেণীমাধব।]

বেণী। চারদিকে কেমন একটা গরম গরম ভাব বাবু! এই সময় চালগুলো ছেড়ে দিলে হোত না? প্রায় ডবল দাম পাওয়া যাচ্ছে—

শশাঙ্ক। মাথা খারাপ! দর আরো চড়বে।

বেণী। এতেও লাভ কম হবে না। একশোপঁচিশ টাকা কেনা পড়েছে, বিক্রি দর হচ্ছে আড়াইশো টাকা। মনে করুন, ডবল লাভ হয়ে যাচ্ছে।

শশাঙ্ক। লাভ হোত নাকি? দিল্লী থেকে যদি পুরো বরাদ্দ পাঠাত, চালের দর হু-হু করে নেমে যেতো। ভাগ্যিস ওখানে আমার লোক ছিল। হ্যাঁ হে বেণী, কুইণ্টাল প্রতি ক'কেজি মিশিয়েছ?

বেণী। আজ্ঞে এখনো মেশানো হয়নি।

শশাঙ্ক। সর্ব্বনাশ! করেছ কি? দু-একদিনের মধ্যেই তিনশো টাকা কুইণ্টাল হবে, তখন কি সময় পাবে? আজ-কালের মধ্যে মিলিয়ে দাও। কি যে কর তোমরা?

বেণী। কুইন্টালে ক'কেজি পাথর মেশাব ?

শশাঙ্ক। কেজি পাঁচেক পাথর, ধূলো-বালি কেজি তিনেক, আর ক্ষুদ কুড়ো কেজি দশেক দিও। মানে একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড রেখে দেবে আর কি।

বেণী। মালের দর চড়া। অতটা দেওয়া কি উচিত হবে বাবু ? হাজার হোক ধর্ম্ম বলেতো একটা—

শশাঙ্ক। কি বললে ? ধর্ম্ম ? হাঃ-হাঃ-হাঃ। তুমি একটা নির্ব্বোধ বেণীমাধব। ব্যবসা করতে গেলে ধর্ম্ম দেখলে চলে না। তাছাড়া দারোগা, পুলিশ, আমলা, গোমস্তাদের ঘুষের টাকাটা ওই করেই তুলতে হবে, বুঝেছ ? ধর্ম্ম ধুয়ে জল খাব আমি ?

[রামদাসের প্রবেশ]

রাম। রাম রাম শোশাঙ্কবাবু।

শশাঙ্ক। রাম রাম শেঠজী। আসুন আসুন, বসুন।

রাম। [বসিতে বসিতে] হাঁ, হাঁ, এসেছে যখন বসবে তো জরুর।

শশাঙ্ক। তারপর, গরীবের বাড়ীতে কি মনে করে ?

রাম। কি বোললেন, হাপনি গরীব ? হাঃ-হাঃ-হাঃ, লাখ লাখ রুপেয়া চাবলমে কামিয়ে নিলেন, ঔর হাপনি গরীব আছেন ? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

শশাঙ্ক। না না, যতটা ভাবছেন ততটা নয়। গত বছর চালে ডাহা মার খেয়েছি। যার জন্যে এ বছর চাল একদম রাখিনি।

রাম। বোলেন কি ? মগর ছোকরা লোক বলছে, গিয়া সাল হাপনি পাঁচলাখ রূপেয়া কামিয়ে লিয়েছেন। এ সালমে ঔর ভী যাস্তি হোবে।

বেণী। এ বছর আমরা চালই রাখিনি।

রাম। কেত করে ভাঁও যাচ্ছে তাই বোলেন।

শশাঙ্ক। আপনি বিশ্বাস করুন, চাল সত্যিই রাখিনি। এই নিন গুদামের চাবি, বিশ্বাস না হয় খুলে দেখুন।

রাম। না-না, হামি কেন খুলতে যাব। নতুন কারখানা হচ্ছে। এক হাজার লেবর খাটছে। বাজাব মে চাবল নেহি। কেয়া ঝামেলা বোলেন তো ? আগে জানলে কারখানার কাজ হামি বন্দ্ করে দিতো।

বেণী। সাড়ে তিনশো টাকা কুইণ্টাল দিতে পারবেন ?

রাম। [চোখ বড় করিয়া] সা-ড়ে-তিনশো ? কেয়া তাজ্জব ? হাপনি কি দিনমে ডাকাইতি কোরবেন শোশাঙ্কবাবু ? আড়াইশো টাকা ভাও যাচ্ছে ঔর আপনি লেবেন সা-ড়ে-তিনশো টাকা ?

শশাঙ্ক। বলছি তো চাল আমাদের নেই। বেণী হয়তো কারো কাছ থেকে এনে দেবে। না বেণী ও সব ঝামেলার মধ্যে যেও না। আমার বদনাম হবে। লোকে বলবে শশাঙ্ক রায় ব্ল্যাক মার্কেট করছে ! এ সব আমি পছন্দ করি না, বুঝলে ?

বেণী। না না, আমাদের চাল কোথায় ? রামদাসবাবুর কারখানার কাজ বন্ধ আছে, তাই বলছিলাম—

রাম। তিনশো টাকা করুন।

বেণী। কি মুশকিল, আমাদের মাল কোথায় ?

রাম। দেখেন শোশাঙ্কবাবু, এক হপ্তা লেবর বসে থাকলে বহুৎ লোকসান হোবে হামার। বহার কা লেবর, চলে ভী যেতে পারে। যো ভাঁও লেবেন লিন, পাঁচশো কুইণ্টাল চাল হামার চাই।

শশাঙ্ক। টাকা রেখে যান, দেখি কি করতে পারি।

রাম। দেখি নয়, হামাকে দিতেই হোবে। এই খামকা ভেতর চার হাজার টাকা আছে। বাকি মাল পৌঁছালে দেব। লিন।

[খাম দিল রামদাস]

বেণী। আপনি চলে যান, রাত্রে মাল পাঠাব।

রাম। ভেজাল শুজাল যেন দেবেন না। দাম বেশী দিলাম, মাল খাঁটি পাঠাবেন।

শশাঙ্ক। না-না, ধর্ম্ম বলেতো একটা কথা আছে ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এক নম্বর মালটাই আপনাকে পাঠাচ্ছি।

রাম। আচ্ছা, রাম রাম বাবুজী ! খাতায় লিখে রাখুন, একলরি মাল যাবে।

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। তুমি তো আড়াইশো টাকাতেই ছাড়তে চেয়েছিলে, এখন কেমন হোল ?

বেণী। সত্যিই বাবু, আপনার দূরদৃষ্টির তারিফ করছি।

শশাঙ্ক। যাও, প্রতি বস্তায় দশ কেজি করে মিশিয়ে দাও।

বেণী। এত দামের পরেও ভেজাল—

শশাঙ্ক। নির্বোধের মত কথা বোল না বেণী। পাঁচশো টাকা কুইণ্টাল হলেও, খাঁটি মাল বেচব না। এটা আমার গুরুর আদেশ। যাও, দশ কেজি করে মিশিয়ে দাও। লিখে রাখলাম, রামদাস আগরওয়ালা একলরি মাল।

[নোটবুক বের করে লিখিলেন]

বেণী। যাচ্ছি বাবু।

[প্রস্থান।

[খাতাপত্র পরীক্ষা করিতেছিল শশাঙ্ক রায়। থলে হাতে প্রবেশ করিল বিপ্লব। বয়স ১৩।১৪। বেশবাস ছিন্ন মলিন।]

বিপ্লব। বাবা এই দুটো টাকা পাঠিয়ে দিলেন। এক কেজি চাল—

শশাঙ্ক। চাল।

বিপ্লব। আকাশ থেকে পড়লেন যে? ভিক্ষে চাইছি না, দাম দিয়ে কিনে নেব।

শশাঙ্ক। খুচরো চাল আমি বেচি না। যা বাজার থেকে নিয়ে আয়।

বিপ্লব। বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না।

শশাঙ্ক। পাওয়া যাচ্ছে নাতো আমি কি করব? যা, ভাগ এখান থেকে! যত সব আপদ!

বিপ্লব। আপনি দাঁত খিচোচ্ছেন কেন? লরি লরি চাল বেচছেন, আর সামান্য এক কিলো—

শশাঙ্ক। বেশী বাড়াবাড়ি করলে ঘাড় ধরে বাইরে বার করে দেব। ভোর না হতেই ভিখিরির উৎপাত ?

বিপ্লব। মুখ সামলে কথা বলবেন! আমি ভিক্ষে চাইনি। টাকা নিন, চাল দিন।

[বেণী মাধব বলিতে বলিতে এলো]

বেণী। বলে এলাম বাবু। কুইন্টালে দশ কেজি পাথর বালু—

বিপ্লব। তার মানে ? চালে আপনারা পাথর, বালু মেশাচ্ছেন ? দাঁড়ান, এখনি পাড়ার ছেলেদের বলছি। ভেজাল মিশিয়ে চাল বিক্রি করা বের করে দেবে।

[চলে যাচ্ছিল]

শশাঙ্ক। এই শোন, শোন -

বিপ্লব। কি শুনবো ? আমি এক্ষুনি গিয়ে যুব সংঘের ছেলেদেরকে বলে দেব আপনি চালে কাঁকর, বালু মেশাচ্ছেন।

বেণী। তোমাকে পাঁচ কেজি চাল দেব খোকা, এ সব কথা কারো কাছে বোল না।

শশাঙ্ক। চাল নিয়ে যা, পয়সা দিতে হবে না।

বিপ্লব। আপনি আমাকে ঘুষ দিতে চান ? জানেন, আমার বাবা বিনয়মাধব বোস ? জীবন ভোর আমরা কষ্ট করেছি, উপোস করে থেকেছি, তবু কারো একটা পয়সা মেরে খায়নি বাবা। আপনাদের মত জোচ্চুরি করে—

শশাঙ্ক। বেণী।

বেণী। আজ্ঞে ?

শশাঙ্ক। ধরতো ব্যাটাকে ?

[বেণী বিপ্লবের হাত চাপিয়া ধরিল। পকেট থেকে টাকার খামটা বাহির করিয়া বিপ্লবের প্যাণ্টের পকেটে ভরিয়া দিল শশাঙ্ক।]

বিপ্লব। ছেড়ে দিন, আমার হাত ছেড়ে দিন বলছি—

[বেণী ও শশাঙ্ক চাদর দিয়া হাত বাঁধিয়া ফেলিল বিপ্লবের]

শশাঙ্ক। [চড় মারিয়া] চুপ কর হারামজাদা চোর। শূয়ারকে ভাল করে বেঁধে ফেল বেণী। থানায় চালান দেব।

বিপ্লব। চালান দেবেন মানে ? আমি কি চুরি করেছি? এখনো ছেড়ে দিন বলছি—

বেণী। থানায় গেলেই বুঝতে পারবি কি করেছিস। এই বয়সেই হাত পাকাতে শুরু করেছ বাপধন ? থাম্ ব্যাটা, তোকে ঘুঘুর ফাঁদ দেখিয়ে তবে ছাড়বো।

বিপ্লব। আমি চোর নই। চোর আপনারা। রাতের অন্ধকারে লরি ভর্তি চাল পাচার করেন। চালে কাঁকড় বালু মেশান। আপনারা ডাকাত, জোচ্চোর, জালিয়াৎ।

[কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কষে চড় মারিল শশাঙ্ক]

শশাঙ্ক। চুপ কর হারামজাদা। টেবিলের ড্রয়ার থেকে দু হাজার টাকা চুরি করেছিস—

[অরিন্দমের প্রবেশ।]

অরিন্দম। কি ব্যাপার শশাঙ্কবাবু ?

শশাঙ্ক। এই যে স্যার, চোর ধরেছি !

বেণী। আমি ভেতরে ছিলাম। বাবু একটু বাইরে ইয়ে করতে গেছেন, এই ফাঁকে টেবিলের ড্রয়ার খুলে দু হাজার টাকা নিয়ে পালাচ্ছিল। এই বয়সেই বুকের পাটা দেখেছেন ? বড় হলে নির্ঘাত ডাকাত হবে।

বিপ্লব। ডাকাত আপনারা। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, আর রাতের অন্ধকারে লরি লরি চাল পাচার করছেন। আপনারা দেশের শত্রু —

শশাঙ্ক। শুনুন স্যার, চোরের মুখের ভাষা শুনুন ?

বিপ্লব। চোর চোর করবেন না !

অরিন্দম। এই, তুই টাকা চুরি করেছিস ?

বিপ্লব। আমি চোর নই। আমি তো চাল কিনতে এসে-ছিলাম ! বললে চাল নেই। ওই লোকটা চালে কাঁকর, বালি—

বেণী। জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব শূয়ার ! দেখুন স্যার, ওর পকেট সার্চ করে দেখুন টাকা পাওয়া যায় কি না।

[অরিন্দম প্রথমে একটা পকেট দেখিল। দ্বিতীয় পকেটে হাত দিয়া খামটা বাহির করিল।]

অরিন্দম। এই তো টাকা !

বিপ্লব। ওরা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি নিইনি, আমি নিইনি টাকা। আপনি বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু —

[অরিন্দম চড় মারিতেই মাটিতে পড়িয়া গেল বিপ্লব। কাঁদিয়া উঠিল]

অরিন্দম। হারামজাদা পাজী। এই বয়সেই হাত পাকাতে শুরু করেছ? এখন থেকেই কঠোর হস্তে এদের দমন করতে না পারলে ভবিষ্যতে সমাজজীবন বিষিয়ে তুলবে এরা।

শশাঙ্ক। ভাল করে একটু দাওয়াই দিয়ে দিন। এই নিন আপনার প্রনামী।

[অরিন্দমের পকেটে টাকা গুজিয়া দিল]

অরিন্দম। একটু সাবধানে কাজ করবেন। যুবশক্তি উত্তাল হয়ে উঠেছে। আমরা অবশ্য চেষ্টা করছি কঠোর হস্তে এদের দমন করতে। কিন্তু সরকার এদের তোয়াজ করছে।

শশাঙ্ক। সরকার তো শম্ভুচরণ ঘোষ।

অরিন্দম। শম্ভুবাবুর আসন টলে উঠেছে। বিভিন্ন মহল থেকে তাঁর নামে দুর্নিতি, স্বজনপোষনের অভিযোগ উঠেছে। তাঁর নিজের ছেলেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বাপের বিরুদ্ধে লিখছে। হ্যাঁ, এই মাসের বরাদ্দের টাকা কিন্তু এখনো পাইনি। দু-এক দিনের মধ্যেই ব্যাবস্থা করবেন।

বেণী। এটাকে থানায় নিয়ে যাবেন তো?

অরিন্দম। বাচ্চা ছেলে, বিশেষ কিছু হবে না।

শশাঙ্ক। আমিও বেশী কিছু করতে বলছি না। থানায় নিয়ে গিয়ে তেলটা একটু মেরে দিন, ব্যাস্।

অরিন্দম। এই চল থানায়।

বিপ্লব। আমি কেন থানায় যাব?

অরিন্দম। হারামজাদা চোর। চুরি করে আবার বড় বড় কথা?

বিপ্লব। চোর আমি না আপনি? এই মাত্র ঘুষ নিলেন যে? চোরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে –

অরিন্দম। তবে রে পাজী। আমি ঘুষ নিয়েছি?

[কিল চড় ঘুষি মারিতেই মাটিতে পড়িয়া গেল বিপ্লব। লাথি মারিল অরিন্দম। কাঁদিতে ছিল বিপ্লব। চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। বিপ্লবের কান্নার শব্দ শোনা গেল। 'ছেড়ে দিন আমাকে, ছেড়ে দিন'।]

শশাঙ্ক। শালা শূয়ার।

বেণী। কাকে বলছেন বাবু?

শশাঙ্ক। তোমাকে শূয়ার, তোমাকে।

বেণী। আজ্ঞে আমি—

শশাঙ্ক। একটু রেখে ঢেকে কথা বলতে পারো না? আহ্লাদে গদ গদ হয়ে বলতে বলতে এলে, দশ কেজি মিলিয়েছি বাবু! শালা—

বেণী। কি মুশকিল, আমি কি করে জানব, যে ও বিচ্ছু ছোঁড়াটা এখানে এসেছে?

শশাঙ্ক। নেহাৎ মাথা খাটিয়ে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিলাম, নইলে পাড়ার ছোঁড়াদের কানে পৌছে দিলে বাঁশ দিয়ে দিত।

বেণী। না না, অত সহজ নয়। কে জানবে বলুন এই বাড়ীর তলায় গুদাম ঘর আছে? সেখানে লুকোনো আছে পঁচিশ হাজার কুইন্ট্যাল চাল? ওরা আপনার গুদামটাই খুলে দেখতে পারে। সেখানে তো চাল নেই, আছে কতকগুলো নেংটি ইঁদুর, হাঃ হাঃ হাঃ —

শশাঙ্ক। সাবধানের মার নেই, বুঝলে? বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো ছেলেগুলো হন্যে কুকুরের মত ঘুরছে। সুযোগ পেলেই ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে।

[ক্যাবলাকে সঙ্গে লইয়া শম্ভূচরণের প্রবেশ।]

বেণী। বাবু, স্যার এসেছেন।

শশাঙ্ক। আসুন স্যার আসুন, বসুন। কি সৌভাগ্য আমার! বেণী শিগ্‌গীর ভাল দেখে একখানা চেয়ার নিয়ে এসো। যাও শিগগীর যাও—

[অতি ব্যস্ত হইয়া পড়িল।]

বেণী। যাচ্ছি বাবু।

শম্ভু। থাক শশাঙ্ক, চেয়ার আনতে হবে না। এই তো চেয়ার রয়েছে।

শশাঙ্ক। আজ্ঞে ওই চেয়ার কি আপনার উপযুক্ত?

শম্ভু। ভুল করছ কেন শশাঙ্ক যে আমিও তোমাদের মত মানুষ?

বেণী। কি যে বলেন স্যার? কত জন্মের সুকৃতির ফলে আপনার পায়ের ধুলো পড়লো গরীবের বাড়িতে—

[শম্ভু চরণ বসিলেন, পায়ের ধুলো লইয়া মাথায়
ঠেকাইল শশাঙ্ক ও বেণী]

শম্ভু। তারপর, তোমার ব্যবসা কেমন চলছে ?

শশাঙ্ক। আজ্ঞে আপনার দয়ায় চলে যাচ্ছে একরকম।

শম্ভু। আমার দয়ায় নয়, সবই ভগবানের কৃপায়। সাউথে দু খানা বাড়ী করেছ শুনলাম ?

শশাঙ্ক। আজ্ঞে সেও আপনারই দয়ায়। নইলে আমার সাধ্য কি বাড়ী করি! একটু ভেতরে যাবেন স্যার ?

শম্ভু। কেন ?

শশাঙ্ক। একটু ইয়ে—মানে—এখানে লোকজন যাওয়া আসা করছে। দো তালার ঘরটা নির্জন।

শম্ভু। গতবার যে মেয়েটি আমার সেবা করেছিল, সে আছে তো ?

শশাঙ্ক। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না স্যার। সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো।

শম্ভু। মেয়েটি বড় ভালো, বুঝলে ? সেবারে যতক্ষণ ছিলাম, ঠিক আপন জনের মত সেবা করলো।

শশাঙ্ক। ঘরতো আপনার চেনাই আছে। আপনি উপরে যান, আমি ব্যবস্থা করছি।

শম্ভু। একটু তাড়াতাড়ি করো, বুঝলে ? আমি আধ ঘণ্টার বেশী থাকতে পারব না। একটা জরুরী মিটিং আছে আজ।

[চলে গেলেন]

শশাঙ্ক। বেণী।

বেণী। আজ্ঞে ?

শশাঙ্ক। দু বোতল বিয়ার, মাংস দু প্লেট, কিছু রাজভোগ নিয়ে এসো। আর ফেরার পথে স্বপ্নাকে যদি পাও, নিয়ে আসবে।

বেণী। স্বপ্নাকে যদি না পাই ?

শশাঙ্ক। স্বপ্নাকে না পেলে খেঁদি, বুঁচি যা হোক একটা ধরে এনো। গাড়ী নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাও।

বেণী। যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। ক্যাবলা, এখানে বোস। দেখবে বাজে লোক যেন না ঢোকে। আমি আসছি।

[প্রস্থান।

[দ্রুত হস্তে ক্যাবলা খাতা-পত্র ঘাটিতে লাগিল]

ক্যাবলা। রামদাস আগরওয়ালা—এক লরি মাল। আশ্চর্য। শশাঙ্কবাবুর গুদামে নাকি চাল নেই, তাহলে এই এক লরি মাল কোত্থেকে পয়দা হবে ? তাহলে কি গোপন কোন গুদাম আছে ?

[খাতার পাতা উলটাইতে ছিল, প্রবেশ করিল শশাঙ্ক]

শশাঙ্ক। কি হচ্ছে, য়্যা ? খাতা দেখছ কেন ?

ক্যাবলা। [বোকার মত] হেঁ হেঁ, দেখছিলাম।

শশাঙ্ক। কি দেখছিলে, কি দেখছিলে শুনি ? জানো, তোমাকে আমি পুলিশে দিতে পারি ?

ক্যাবলা। [ভয়ে ভয়ে] ওরে বাবা পু-পুলিশ ? দোহাই বাবু, আমাকে পু-পুলিশে দেবেন না। আ-আমি তো লেখা

পড়া জানি না। আপনার খাতায় কি লেখা আছে আমি বু-বুঝব কি করে ?

শশাঙ্ক। আজ ক্ষমা করলাম, আর কোনদিন পরের জিনিসে হাত দেবে না, বুঝলে ?

ক্যাবলা। মাথা খারাপ। খুব শিক্ষা হয়েছে আমার। ওরে বাবা। পু-পুলিশের নাম শুনলে আমার বলে নাড়ি ছেড়ে যায়—

[স্বরাজের প্রবেশ]

স্বরাজ। শশাঙ্কবাবু, বিপ্লব এসেছিল আপনার এখানে ?

শশাঙ্ক। এসেছিল।

স্বরাজ। চাল দিয়েছেন ?

শশাঙ্ক। চাল দেব একটা চোরকে ? তোমার বাবা এমন নিপট ভাল মানুষ, তাঁর ঔরষে একটা চোর কি করে জন্মাল বলতে পারো ?

স্বরাজ। কি বলছেন আপনি ? বিপ্লব—

শশাঙ্ক। একটা পাকা চোর।

স্বরাজ। শশাঙ্কবাবু।

শশাঙ্ক। আমার ড্রয়ার থেকে দু হাজার টাকা নিয়ে পালাচ্ছিল ব্যাটা। শালাশুয়ারকে আমি পুলিশের হাতে দিয়েছি।

স্বরাজ। আপনি কেন, ভগবান নিজে এসেও যদি বলেন, বিনয় বোসের ছেলে বিপ্লবকে আমি চুরি করতে দেখেছি, আমি বিশ্বাস করব না।

শশাঙ্ক। তার মানে ? আমি মিথ্যেবাদী ?

স্বরাজ। আপনি শুধু মিথ্যেবাদী নন, আপনি জোচ্চোর জালিয়াত, দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী বেইমান!

শশাঙ্ক। মুখ সামলে কথা বলবি স্বরাজ!

স্বরাজ। কতিপয় স্বার্থান্বেষী নেতার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাতারাতি বাজার থেকে চাল উধাও করে দিয়েছেন। বাজারে চাল যদি সত্যিই না থাকে, ডবল দাম দিলে কি করে চাল পাওয়া যায়? জবাব দিন, জবাব দিন? চোর কে—আমার ভাই, না আপনার মত বিবেকহীন শয়তানের দল?

শশাঙ্ক। বেরিয়ে যা, আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা বলছি, নইলে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব।

স্বরাজ। জানি, আমি জানি শশাঙ্ক রায়, পুলিশের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়ে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে, লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছো তুমি! কিন্তু সাবধান দেশদ্রোহী জালিয়াৎ! যুবশক্তি আজ সচেতন!

ক্যাবলা। কোথায়, কোথায় তোমাদের যুবশক্তি?

স্বরাজ। আছে গ্রামে, গঞ্জে, বস্তিতে। লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত শোষিত মানুষের মাঝে তারা আজ অগ্নিগর্ভ—যে কোন মুহূর্তে জ্বলে উঠে লেলিহান শিখা বিস্তার করে গ্রাস করবে ওদের মতো শয়তানদের।

শশাঙ্ক। আমি জানতে চাই তুই এখান থেকে বেরোবি কি না?

স্বরাজ। যাচ্ছি শশাঙ্ক রায়। তবে মনে রেখ শশাঙ্ক রায়, আবার আমি আসব—সেদিন একা নয়। জনতার আদালতে

শুধু তোমাকেই দাঁড় করাব না—যাদের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে হাজার হাজার মানুষকে না খাইয়ে মারছো, সেই সব মুখোসধারী শয়তানদেরও বিচার হবে জনতার আদালতে।

[চলে যাচ্ছিল]

শশাঙ্ক। কি করবে তোদের জনতা? রাষ্ট্র আমার সহায়, পুলিশ আমার পিছনে—

স্বরাজ। তুমি ভুলে যাচ্ছ শশাঙ্করায়, দশ বছর আগের যুব সমাজ আর আজকের যুব সমাজ এক নয়। দাদাগিরির যুগ চলে গেছে। নেতা যদি ভুল সিদ্ধান্ত নেন, তাঁকেও ক্ষমা করবে না বর্ত্তমান যুব সমাজ!

[চলে গেল।

ক্যাবলা। ছেলে তো নয়, খাপ খোলা তলোয়ার? এই রকম যদি কিছু ছেলেও থাকতো, দেশটার চেহারাই বদলে যেত।

শশাঙ্ক। তার মানে?

ক্যাবলা। অত মানে যদি বুঝব, চাকরের কাজ করতে আসব কেন বাবু? তবে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, শাসনের নামে চলছে অপশাসন। সুনীতির নামাবলি গায়ে দিয়ে একদল স্বার্থান্বেষী বেইমান দেশটাকে জাহান্নমে পাঠাচ্ছে। আমলাতন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকেছে দুর্নীতি—ঘুষ ছাড়া ওরা কোন কাজই করে না।

শশাঙ্ক। শালা চাকরের মুখেও রাজনীতি। অ্যাঁ—দেশটার হলো কি? এ জাতের ভাল হতে পারে কখনো!

ক্যাবলা। ভাল হতে পারতো শশাঙ্কবাবু, কিন্তু আপনারা ভাল চান না! নেতারা গদি সামলাতে ব্যস্ত, পাছে গদেশ উলটে যায়—

[বিস্রস্ত বেশবাসে শম্ভুচরণের প্রবেশ]

শম্ভু। [জড়িত কণ্ঠে] শশাঙ্ক!

শশাঙ্ক। স্যার!

শম্ভু। একটা গাড়ী ডেকে দাও, বাড়ী যাব।

ক্যাবলা। মিটিংয়ে যাবেন বলেছিলেন যে?

শম্ভু। জাহান্নমে যাক মিটিং। ওদের একটা ফোন করে বলে দে ক্যাবলা, আমি অসুস্থ! কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। বলে দিস, ডাক্তারের নিষেধ।

ক্যাবলা। যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। স্বপ্না কি এসেছিল স্যার?

শম্ভু। হ্যাঁ। ওকে নিয়ে যাব বাড়ীতে। সত্যিই তোমার বাড়ীটা খুব ভাল লাগে আমার। নিরালা, নির্জন পরিবেশ, অথচ আধুনিক ব্যবস্থা সবই আছে।

শশাঙ্ক। একটা কথা স্যার—

শম্ভু। বলো।

শশাঙ্ক। একদল ছেলে আমাকে শাসাচ্ছে। বলছে, বাজারে চাল না ছাড়লে, আমাকে নাকি জাহান্নমে পাঠাবে। লাস ফেলে দেবে আমার।

শম্ভু। কে বলেছে এসব কথা? কার এত বড় হিম্মত? বল, বল শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক। আজ্ঞে বিনয় বোসের ছেলে স্বরাজ! মস্তানী করে বেড়াচ্ছে ব্যাটা।

শম্ভু। তোমার ভয় নেই শশাঙ্ক। আমি তোমাকে অভয় দিয়ে গেলাম। আমার অঙ্গুলি সংকেতে গোটা দেশ চলছে। শম্ভুচরণ জীবিত থাকতে, তার অনুগ্রহভাজনদের গায়ে যারা হাত তুলবে তাদের আমি সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেব।

শশাঙ্ক। স্যার!

শম্ভু। আমার মুখের কথায় অনেক সিদ্ধান্ত বদল হয়। মন্ত্রীর দপ্তর বদল হয়, ফকীর হয় আমীর! পথের ভিখিরী রাজনীতির উচ্চাসনে উঠে যায়। আমার মুখের কথাই আইন। যুবশক্তি বেশী বাড়াবাড়ি করলে, পুলিশবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দেব। আমি শম্ভু চরণ ঘোষ—বাংলার ভাগ্য-বিধাতা।

[সিন পড়িল]

তৃতীয় দৃশ্য

[রামদাসের অফিস ঘর।]

[চেয়ার টেবিল সাজানো। টেবিলের ওপর খাতা-পত্র, টেলিফোন ইত্যাদি। কথা বলিতেছিল রামদাস ও অরিন্দম দারোগা।]

রাম। না অরিন্দমবাবু, বাঙ্গালী লোক হামি কামপর লেব না। কারখানা যদি বন্দ. করে দিতে হোয়, সেভী আচ্ছা, লেকিন বাঙ্গালী—

অরিন্দম। দেখুন শেঠজী, বাঙ্গালী ছেলেদের চাকরি দেবেন বলেই কারখানার লাইসেন্স পেয়েছেন আপনি। তা-ছাড়া গভর্ণমেণ্ট সার্কুলারে পরিষ্কার লেখা আছে চাকরির ক্ষেত্রে স্থানীয় ছেলেদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

রাম। ছোড়িয়ে বাবু গরমেণ্ট সার্কুলার! বাঙ্গালী কাম-চোরা আছে, বেইমান আছে। কাম ছেড়ে ইউনিয়ন কোরবে। ঝুটে মুটে হল্লা মচাবে। কুছু বললেই বোমা মারবে?

অরিন্দম। চাকরি না দিলে বোমা মারবে না?

রাম। আরে উসি লিয়ে তো আপকো খবর ভেজা। শম্ভু-বাবু কুছ বোলা নেই আপকো?

অরিন্দম। না, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমাদের মুশকিল কোথায় জানেন? শম্ভুবাবু বলবেন এক কথা, সরকার বলবে অন্য কথা। এদিকে পাবলিক বলবে, শালা পুলিশ চোর।

দলের মধ্যে খুনো-খুনী হলেও কিছু করবার নেই আমাদের।

রাম। মগর শম্ভুবাবু—

অরিন্দম। আপনার শম্ভুবাবুর আসনও টলে উঠেছে। যুবশক্তিকে উনি ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। যুবকরা চাইছে প্রগতিশীল রাজনীতি। তারা চায় দলের দুর্নীতি বন্ধ করতে, আর উনি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

রাম। আপনারা কোন দলে?

অরিন্দম। আমাদের সুযোগ বুঝে চলতে হয়। আজ যাকে সমাজ বিরোধী বলে শম্ভুবাবুর হুকুমে ধোলাই দিলাম, কাল হয়তো সে পুলিশ মন্ত্রী হয়ে গেল। গণতন্ত্রের এই তো মুশকিল।

রাম। [ফোন তুলিয়া। হ্যালো—ওয়ান-ফাইভ-নাইন-টু প্লীজ। কে? নমস্কার বাবুজী। হামি রামদাস বোলছি। দেখেন হামার কারখানামে কুছু লোক নেব। হাঁ—হ্যাঁ, সো হামার মনে আছে। লেকিন কাল আপনার লেড়কা শাসিয়ে গেলো, বাঙ্গালী ভর্ত্তি কোরতে হবে। না হলে দেখে লিবে। কেয়া দিক্কত বোলেন তো? ব্যাওসা কোরতে এসে এ কেয়া ঝামেলা? হুঁ্যা—হ্যাঁ, তিনি তো হামার সামনে বোসে আছেন। লিন অরিন্দমবাবু, শম্ভুবাবু হাপনার সাথে বাত কোরবেন।

অরিন্দম। [ফোন কানে লাগাইয়া] নমস্কার স্যার। আমি অরিন্দম বলছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ—কিন্তু স্যার যুবসংঘ—হ্যাঁ—হ্যাঁ, আপনার ছেলে যদি আসে? অলরাইট স্যার—আজ্ঞে হ্যাঁ,

লাঠি মৃদুই চালাব। ঠিক আছে স্যার, আপনি যখন হুকুম দিলেন—আচ্ছা—আচ্ছা।

[ফোন নামাইয়া রাখিল]

রাম। কেয়া বোলা শম্ভুবাবু ?

অরিন্দম। বেশী গোলমাল করলে লাঠি চালাবার হুকুম দিলেন। উনি কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন।

রাম। কেয়া দিক্কৎ বোলেন তো ? এই কারখানাকে লিয়ে দুলাখ রুপেয়া স্রেফ ঘুষ দিতে হয়েছে।

অরিন্দম। শম্ভুবাবুকেও কিছু দিয়েছেন নাকি ?

রাম। দিয়েছি মানে ? ওঁকেই দিতে হোয়েছে বড হিস্যা। ওঁকে হামি দেড়লাখ রুপেয়া খর্চ করে বাড়ী কোরে দিয়েছি না ?

বিনয় বসুর প্রবেশ

বিনয়। রামদাসবাবু, আমার ছেলের একটা চাকরি চাই।

রাম। চাকরি কি ছেলের হাতের মোয়া যে তোমাকে ধরে দেব ? শালা, সাম, সুবা চাকরি চাই, চাকরি চাই। হামি তো সাফ বোলে দিয়েছি, বেইমান বাঙ্গালীকে হামি চাকরি দেবে না।

বিনয়। বাঙ্গালী বেইমান, না আপনারা বেইমান ?

রাম। আমরা বেইমান ?

বিনয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেইমান আপনারা। ইংরেজ বেনিয়াদের মত আপনারাও শস্যশ্যামলা বাংলার বুকে মৌরসীপাট্টা গেড়েছেন। ব্যবসার নামে শোষণ করে নিচ্ছেন বাঙালীর

প্রাণরস। গোটা বাঙালী জাতটাকে আপনারা ভিখিরীতে পরিণত করেছেন।

রাম। শুনছেন—শুনছেন অরিন্দমবাবু?

অরিন্দম। আপনি প্রাদেশিকতায় প্রশ্রয় দিচ্ছেন। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে—

বিনয়। প্রাদেশিকতা? বাঙালী যদি নিজের কথা বলতে চায় তাহলেই সেটা হবে প্রাদেশিকতা? বাংলা দেশ চিরদিন তার দরজা বিদেশীর জন্যে খোলা রেখেছে। পক্ষান্তরে সারা ভারতে কোথাও তার ঠাঁই নেই। কিন্তু তাদের ধৈর্যেরও সীমা আছে। শান্ত বাঙালীকে আপনারা অশান্ত করে তুলবেন না।

রাম। সকালবেলা ঝামেলা হটাও। বাঙ্গালীকে হামি নৌকরি দেবে না।

বিনয়। দিতে হবে আগরওয়ালা!

রাম। জবরদস্তি? জবরদস্তি নৌকরি আদায় করবে?

বিনয়। হ্যাঁ—হ্যাঁ, জবরদস্তি! কেন বাঙালীর ছেলে না খেয়ে মরবে? কেন সহ্য করবে অবহেলা? কেন সামর্থ থাকতেও উপোস করে মরবে তারা? জবাব দাও—জবাব দাও—

অরিন্দম। আপনি ঝামেলা করবেন না। জোর করে চাকরি হয় না। আপনার যদি অভাব থাকে, অনুনয় বিনয় করে বলুন। মেজাজ দেখিয়ে—

বিনয়। অনুনয় বিনয়? আমরা কি ভিখিরী? কথাটা বলতে জিভটা আপনার আড়ষ্ট হোল না?

অরিন্দম। বিনয়বাবু!

বিনয়। দেশের শত্রু কারা জানেন? আপনারা! আপনাদের মত বেইমান মীরজাফরের দল; সৎ নাগরিককে আপনারা হয়রাণ করতে পারেন। কিন্তু অসৎ ব্যবসাদারকে টাকা খেয়ে—

অরিন্দম। মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই! বুড়ো মানুষ বলে কিছু বলছি না—

বিনয়। আমার চৌদ্দ বৎসরের ছেলেকে চুরির দায়ে চালান দিলেন। বলুন, বলুন শান্তিরক্ষক, সত্যিই আমার ছেলে চুরি করেছিল? চোর, গুণ্ডা, পকেটমার অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ধরতে পারেন না আপনারা। কারণ তারা যে মাসোহারা দেয়; চাঁদির জুতো ছুঁড়ে মারে—

অরিন্দম। আপনি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন।

বিনয়। আসছে, দিন ঘনিয়ে আসছে আপনাদের। বিংশ-শতাব্দির জাগ্রত যৌবন আজ আর ঘুমিয়ে নেই। বেইমানদের তারা রেহাই দেবে না, অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করবে না তারা। হুঁশিয়ার জাতীদ্রোহী, খুব হুশিয়ার! আসছে, তারা আসছে!

[প্রস্থান]

রাম। না, ইত্না ঝামেলা পোষাবে না হামার। কারখানা হামি—

অরিন্দম। ভয় পাচ্ছেন কেন শেঠজী? শম্ভুচরণ ঘোষ যখন আপনার সহায়—তাছাড়া আমরা তো আছিই।

রাম। ভরসা দিচ্ছেন ?

অরিন্দম। নিশ্চয়ই! তবে পেটে খেলে পিঠে সয়, কথাটা জানেন তো ?

রাম। হাঃ হাঃ হাঃ, সেতো জরুর! আসুন হামার সঙ্গে।

অরিন্দম। চলুন, চলুন।

| উভয়ের প্রস্থান |

[স্বপন ও স্বরাজের প্রবেশ]

স্বপন। তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত স্বরাজ ; বাঙালী তরুণদের অগ্রাধিকার না দিলে কারখানা আমারা খুলতেই দেবে না।

স্বরাজ। গত পরশুদিন একহাজার অবাঙ্গালী শ্রমিক ওঁরা নিয়োগ করেছেন। আমরা কিছু ছেলে চাকরির জন্যে এসেছিলাম, মুখের উপর বলে দিলে হবে না। বাঙ্গালীকে আমি চাকরি দেব না।

স্বপন। আমি ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, এত স্পর্দ্ধা ওদের হয় কি করে! বাংলায় বাস করবে, অথচ বঙালীকে করবে ঘৃণা ? লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নেবে এখান থেকে, অথচ এখানকার ছেলেরা ক্ষিধের জ্বালায় ছটফট করবে ?

স্বরাজ। তুমি হয়তো জানোনা ভাই, হাজার হাজার শিক্ষিত ছেলে দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শবরীর প্রতীক্ষা করছে। চাকরি না পেয়ে বাধ্য হচ্ছে অসামাজিক কাজ করতে।

স্বপন। জানি, আমি জানি স্বরাজ।

স্বরাজ। সরকারি দাক্ষিণ্য বাঙালী তরুণদের জন্যে নয়। একশ্রেণীর ব্যবসায়ী কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে মুনাফা লুটছে। একশ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারী এদের সাহায্য করছে। সমস্ত দেশটাই দুর্নীতিগ্রস্ত। হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে যুব সমাজ। চোখে তাদের নৈরাশ্যের কালো ছায়া—

স্বপন। তাইতো আমি চাই দলমত নির্ব্বিশেষে সমস্ত যুবসমাজকে একত্রিত করে কায়েমী স্বার্থের বনিয়াদে চরম আঘাত হানতে।

স্বরাজ। কিন্তু স্বপন—

স্বপন। তাতে যদি নেতাদের অপ্রিয়ভাজন হতে হয়, আমি এতটুকু ভয় পাই না। আগে দেশ, জাতি, সমাজ—

স্বরাজ। কিন্তু তোমার বাবা—

স্বপন। বাবার চেয়েও প্রিয় আমার দেশবাসী লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষ।

[গুপের প্রবেশ]

গুপে। ছেলেরা অধৈর্য হয়ে উঠেছে দাদা।

স্বপন। আর একটু অপেক্ষা করতে বলো। আমি আগর-ওয়ালার সঙ্গে কথা বলে আসছি। বলে দাও, তাদের চাকরীর জন্যে নিশ্চয়ই আমি চেষ্টা করবো।

গুপে। বেশ, বলছি গিয়ে।

প্রস্থান।

স্বপন। আমার অনুরোধ স্বরাজ, ব্যক্তিগত মতবাদ ভুলে গিয়ে, দেশের এই দুর্দিনে, এসো আমরা একসঙ্গে কাজ করি।

স্বরাজ। পার্টিবাজীর শিকার আমরা হব না। জোতদার, মজুতদার, মিল-মালিকের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাব আপসহীন সংগ্রাম। যুবসমাজ ক্ষমতা চায় না, তারা চায় মানবিক অধিকার।

[রামদাস ও অরিন্দমের প্রবেশ]

রাম। কি বেপার স্বপনবাবু?

স্বপন। আপনার শ্রমিক নিয়োগ সম্পর্কে আমাদের অভি-যোগ আছে রামদাসবাবু।

রাম। অভিযোগ?

স্বরাজ। বাঙ্গালী ছেলেদের কেন আপনি চাকরি দেবেন না?

রাম। দেব না হামার খুশী।

[অতীনের প্রবেশ]

[পিছনে বহু ছেলেকে দরজায় দেখা গেল।]

অতীন। না, সবই তোমার খেয়াল খুশীতে চলবে না আগরওয়ালা। আমাদের চাকরি চাই। চাকরি না দিলে বোমা মেরে কারখানা উড়িয়ে দেব।

স্বপন। অতীন।

অতীন। না দাদা, সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে। হাজার হাজার অবাঙ্গালী বাইরে থেকে এসে চাকরি পাবে, আর আমরা কেন উপোস করে মরব? জবাব দাও, জবাব দাও আগর-ওয়ালা, কেন আমরা চাকরি পাব না? জবাব চাই—জবাব চাই—

[নেপথ্যে বহু কণ্ঠে ধ্বনিত হোল ঃ জবাব চাই—জবাব চাই—]

অতীন। বলো ভাই সব, এই স্বেচ্ছাচারিতা—

[বহুকণ্ঠে। চলবে না—চলবে না—]

অতীন। স্বৈরাচারীর কালোহাত—

[বহুকণ্ঠে। পুড়িয়ে দাও—গুঁড়িয়ে দাও—

রাম। দারোগাবাবু!

অরিন্দম। আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, শান্তি-ভঙ্গ করলে গুলী চালাতে বাধ্য হব। তোমরা শান্তিপূর্ণভাবে চলে যাও, চলে যাও বলছি।

অতীন। চাকরি না পেলে এক পা আমরা নড়ব না।

[বহুকণ্ঠে। চাকরি চাই—চাকরি চাই—

রাম। না, চাকরি হামি দেবে না। কারখানা বন্দ করে দেবে। এতনা ঝামেলা হামার পোষাবে না।

অতীন। না পোষায় দেশে চলে যাও। সরকার কারখানা চালাবে। মামা বাড়ীর আবদার পেয়েছ? শালা আমাদের খাবে, আমাদেরই দাড়ি ওপড়াবে?

রাম। স্বপনবাবু! খুন-খারাপী হোলে সব দায়িত্ব হাপনার। হাপনিই এই গুণ্ডাদের লিয়ে এসেছেন। গুণ্ডাবাজী করে—

অতীন। হুঁশিয়ার বেইমান! গুণ্ডা বলবে না বলে দিচ্ছি! ঘুষি মেরে নাক ভেঙ্গে দেব! আমরা গুণ্ডা?

স্বরাজ। অতীন বাইরে যাও!

অতীন। ও ব্যাটা আমাদের গুণ্ডা বলবে কেন?

স্বরাজ। বাইরে যাও, আমরা দেখছি।

অভীন। ঠিক আছে। ওর কথা প্রত্যাহার করে নিতে বলুন, নইলে আমরা ওকে রেহাই দেব না। ব্যাটা বাইরে থেকে এসে ফুটুনি করবে? ভুঁরি ফাঁসিয়ে দেবনা?

[চলে গেল]

স্বপন। আপনার নীতির ব্যাখ্যা চাই রামদাসবাবু।

রাম। নীতির ব্যাখ্যা?

স্বরাজ। আমরা জানতে চাই, কেন আপনি বাঙালী ছেলে-দের চাকরী দেবেন না? কি তাদের অপরাধ? তারা কি দেশের নাগরিক নয়?

রাম। বাঙ্গালী লোগ কাম চোর আছে। বোসে বোসে তংখা লেবে, ঔর ইউনিয়ন করবে। ধুতি দোলাতে দোলাতে আসবে, বড় বড় বাত করবে, কাম ধান্ধা কুছু কোরবে না। খালি বলবে, হামরা শিক্ষিত—হামরা কালি ঝুলির কাজ করবে না।

স্বপন। মিথ্যে কথা। আপনার কথার মধ্যে এতটুকু সত্যি নেই। তারা কুলীর কাজ করতেও পেছপা নয়। এর প্রমাণ তারা দিচ্ছে, ভবিষ্যতেও দেবে।

স্বরাজ। কারখানা যদি সত্যিই আপনি চালাতে চান, বাঙালী ছেলেদের নিতেই হবে। বাইরে থেকে শ্রমিক আনা চলবে না। তাহলে অশান্তি বাড়বে।

[শম্ভুচরণের প্রবেশ]

শম্ভু। কি ব্যাপার রামদাসজী, বাইরে অত লোক কেন?

রাম। বোসেন বাবুজী, বোসেন। কেয়া দিকৎ বোলেন

তো। এরা শেষে হামলা কোরতে এসেছে। বোলছে কারখানা চালাতে হোলে বাঙ্গালী লিতে হোবে। বাঙ্গালী লিয়ে হামি কি কোরবে? সব কাম চোর আছে, বেইমান আছে, গদ্দার আছে।

[দ্রুত অতীন আসিল]

অতীন। তবে রে ব্যাটা, বাঙ্গালী গদ্দার? বল, বল আর একবার। তোর মুখের জিওগ্রাফী যদি বদলে না দিয়েছি, আমার নামই নয়।

শম্ভু। এই, কি চাই এখানে? যাও—বাইরে যাও—যাও বলছি!

অতীন। আপনি চুপ করুন মশাই। হাজার হাজার টাকা ঘুষ খেয়ে বাঙালীর সর্ব্বনাশ করছেন আপনি। আপনার মতো দেশদ্রোহী শয়তানকে—

শম্ভু। কি বললি স্টুপিড্, আমি দেশদ্রোহী শয়তান? অরিন্দম, পাজীটাকে ঘাড় ধরে বাইরে বার করে দাও।

অরিন্দম। এই, বাইরে যাও। যাও বলছি—

অতীন। বেশী দালালী করবেন না মশাই। এই ব্যাটা যে বাঙালীদের গুণ্ডা বললে, বিশ্বাসঘাতক বললে, তার কি? নাকি ঘুষ খেয়ে লাথি, জুতো হজম করে যাচ্ছেন।

শম্ভু। অরিন্দম!

অরিন্দম। আমি জানতে চাই, তুমি বেরিয়ে যাবে কি না?

অতীন। না, যাব না।

অরিন্দম। চলো, চলো বাইরে—[হাত ধরিয়া টানিল]

অতীন। হাত ছেড়েদিন বলছি, নইলে ভাল হবে না। আমার মাথায় আগুন জ্বলছে! দুদিন পেটে দানা পড়েনি। ঘরে বাপ, মা, ভাই, বোন না খেয়ে আছে। আমাদের চাকরি চাই, চাকরি চাই—না খেয়ে উপোস করে মরতে আমরা রাজী নই। চাকরি চাই—

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে শোনা গেল চাকরি—চাই, চাকরি—চাই]

অতীন। বলো ভাই সব—বেইমানদের দালালী—

বহুকণ্ঠে। চলবে না—চলবে না—

অতীন। স্বৈরাচারী নিপাত যাক—

[বহুকণ্ঠে] নিপাত যাক, নিপাত যাক।

অরিন্দম। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না? চল্, বাইরে চল্। চল্ শূয়ার—

[হাত ধরিয়া টানিতেই অতীন ঘুষি মারিল অরিন্দমের মুখে, সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বোমা ফাটিল। শম্ভুচরণ চিৎকার করিয়া উঠিলেন 'ফায়ার'। অরিন্দমের পিস্তল গর্জিয়া উঠিল। আর্ত্ত চিৎকারে মাটিতে পড়িয়া গেল অতীন। স্বরাজ অতীনকে ধরিল। স্বপন চিৎকার করিয়া বলিল—]

স্বপন। সাবধান অরিন্দমবাবু, আর একটা গুলি চালিয়েছেন কি জনতা আপনাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

শম্ভু। স্বপন!

স্বপন। বলুন, বলুন জনতার প্রতিনিধি, এই ছেলেটার অকালে মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? চাকরি চাইতে এসে কেন মরল এই হতভাগ্য তরুণ? ভাতের বদলে গুলি খেল কেন? জবাব দিন— জবাব দিন—

শম্ভু। উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে—

স্বরাজ। উচ্ছৃঙ্খল জনতা? জানি, আমরা জানি শম্ভুবাবু, আর একটু পরেই আপনাদের সরকারি প্রচার যন্ত্রটা তারস্বরে ঘোষণা করবে, উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে শান্ত করতে বাধ্য হয়ে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে। কিন্তু মিথ্যে চিৎকারে সত্য চাপা পড়বে না। ক্ষুধার্ত তরুণের রক্তের ঋণ আপনাকে শোধ করতেই হবে।

শম্ভু। আমি নিজে—

স্বপন। কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী স্বার্থান্বেষী বেইমান।

শম্ভু। স্বপন।

স্বপন। আপনি শুধু দেশটাকেই জাহান্নমে পাঠাচ্ছেন না, সরকারের ভাবমূর্ত্তি ম্লান করে দিয়েছেন। আপনার স্বেচ্ছাচারিতায় যুব সমাজ ক্ষুব্ধ। প্রতিটি কাজের কৈফিয়ত আপনাকে দিতে হবে জনতার আদালতে।

শম্ভু। [সক্রোধে] স্বপন।

[সিন পড়িল]

চতুর্থ দৃশ্য

[বিনয় বসুর বাড়ী]

[অশক্ত শরীরে খুঁকতে খুঁকতে বিনয়ের প্রবেশ]

বিনয়। দুদিন সমানে উপোস চলছে। স্বরাজকে এত করে বোঝাচ্ছি, ওরে হতভাগা, রাজনীতি আমাদের জন্যে নয়। জীবনের বহু বছর তো রাজনীতি করে দেখলাম। কি পেলাম? কি পেলাম জীবনে? বঞ্চনা, লাঞ্ছন, অপমান।

[খাবারের ঠোঙ্গাহাতে উৎফুল্ল মুখে বিপ্লবের প্রবেশ]

বিপ্লব। বাবা, এই নাও খাবার।

বিনয়। খাবার?

বিপ্লব। আমি পেটভরে খেয়ে এসেছি। দাদা এলে কিনে নেবেখন। এগুলো সবই তোমার।

বিনয়। খাবার কিনে আনলি, পয়সা পেলি কোথায়?

বিপ্লব। রাস্তায় একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছি। দশটা টাকা ছিল। এই দেখ, কি সুন্দর ব্যাগটা? [ব্যাগ দেখাইল]

বিনয়। তুই পরের জিনিস কুড়িয়ে আনলি?

বিপ্লব। বারে, আমি না আনলে অন্য কেউ তো নিয়ে যেতো।

বিনয়। অন্যে নিয়ে গেলে তোর কি? তুই কেন পরের জিনিসে হাত দিবি? থানায় জমা দিলি না কেন?

বিপ্লব। থানায় জমা দিলে লাভ কি হতো? ব্যাগের

মালিক কি ওটা ফেরত পেত নাকি? ওখানেও অনেক চোর আছে।

বিনয়। অপরে চুরি করলে তুইও করবি? ছি-ছি, এর চেয়ে তুই যদি মরে যেতিস, তাতেও আমি এত দুঃখ পেতাম না।

বিপ্লব। বাবা!

বিনয়। নিয়ে যা, নিয়ে যা তোর খাবার! আমি উপোস করে মরে যাবো, তবু ভিক্ষে করে, চুরি করে খাব না। তা যদি খেতাম, আজ আমিও বড়লোক হতে পারতাম। ফেলেদে খাবার, নর্দমায় ফেলেদে—

বিপ্লব। আমরা কিছু করলেই দোষ। ব্যবসায়ীরা এক টাকার মাল তিন টাকায় বেচছে, সরকারি কর্মচারীরা দু-হাত ভরে লুটছে—

বিনয়। গেলি শূয়ার, আমার চোখের সামনে থেকে?

[নিরবে বিপ্লবের প্রস্থান।

দুনিয়া শুদ্ধ চোর বলে আমাকেও চুরি করতে হবে? থাকবে না, এরাও বেশী দিন সৎ থাকবে না, থাকতে পারে না! অহরহ চোখের সামনে যা দেখছে তাই শিখছে! সমাজটা যেন ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। অথচ আমরা যখন কিশোর ছিলাম—

[কুঞ্জলালের প্রবেশ]

কুঞ্জ। নমস্কার বিনয়বাবু, ভাল আছেন?

বিনয়। চলে যাচ্ছে একরকম। তা, আপনি আমার বাড়ীতে?

কুঞ্জ। তীর্থ দর্শন করতে এলাম, হাঃ হাঃ হাঃ।

বিনয়। তীর্থ! কোথায়?

কুঞ্জ। এই ভাঙ্গা বস্তির কুঁড়ে ঘরে।

বিনয়। কুঞ্জলাল বাবু!

কুঞ্জ। সেদিনের ব্যবহারের জন্য আমি অনুতপ্ত বিনয়বাবু। আমি কি করে জানব বলুন, আপনি একজন ভূতপূর্ব্ব স্বাধীনতা সংগ্রামী? দাদাও আপনাকে চিনতে পারেননি। পরে লাল-বাজারে—

বিনয়। লালবাজারে?

কুঞ্জ। আজ্ঞে হ্যাঁ। পুরনো ফাইলপত্র ঘেটে আপনার নামটা পাওয়া গেল। পরে দাদা অনুতাপ করতে লাগলেন। বললেন, জানো কুঞ্জ, এমনি ভাবে হাজার হাজার স্বাধীনতা-সংগ্রামী লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। আমরা ক্ষণ-বিস্মরণশীল জাতি। নইলে এদের ভুলে যেতে পারতাম না।

বিনয়। শম্ভুর ভুল তা হলে ভেঙেছে?

কুঞ্জ। শুধু ভুল ভাঙেনি, তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। লজ্জায় আপনার কাছে আসতে পাচ্ছেন না। বাইরে গাড়ীতে বসে আছেন।

বিনয়। সে কি কথা? নিয়ে আসুন, শম্ভুকে নিয়ে আসুন কুঞ্জবাবু। ছি-ছি, শম্ভু এসে বাইরে অপেক্ষা করছে? যান ভাই, ওকে ভেতরে নিয়ে আসুন।

কুঞ্জ। সত্যিই, আপনার মহত্বের তুলনা হয় না। আমি দাদাকে নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

বিনয়। কোথায় যে বসতে দেব ? একখানা ভাল মাদুর পর্যন্ত নেই। বিপ্লব বিপ্লব—

[বিপ্লবের প্রবেশ]

বিপ্লব। কি বাবা ?

বিনয়। ও ঘর থেকে মাদুরটা দিয়ে যা বাবা।

বিপ্লব। আনছি। [চলে গেল]

বিনয়। হেঁ হেঁ, ভুল তাহলে ভেঙেছে শম্ভুর ! সেদিন এত করে বোঝালাম, কিছুতেই মনে করতে পারল না। অবশ্যি পারাও সম্ভব নয়।

[মাদুর বিছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল বিপ্লব। প্রবেশ করিলেন শম্ভুচরণ]

শম্ভু। ভাল আছেন বিনয়দা ?

বিনয়। এসো ভাই, এসো। কি সৌভাগ্য আমার ! তুমি যে দয়া করে আমার ভাঙা ঘরে এসেছ—

শম্ভু। সত্যিই আমি লজ্জিত বিনয়দা। সেদিন আপনাকে চিনতে পারিনি। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কি করে বাস করছেন আপনি ? বর্ষায় নিশ্চয়ই ঘর দিয়ে জল পড়ে ?

কুঞ্জ। দেখছেন না জল পড়ে পড়ে মেঝেয় গর্ত হয়ে গেছে। দিনের বেলায় ইঁদুর দৌড়চ্ছে ঘরের মধ্যে ? সত্যিই দাদা, সরকারের লজ্জা পাওয়া উচিত। যাঁদের অক্লান্ত সাধনায় স্বাধীনতা এসেছে—

বিনয়। ঘরের জন্যে ভাবি না ভাই। ভাবনা এই পোড়া পেটটার জন্যে। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আজ

আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন। আজ দুদিন নিরম্বু উপবাস চলছে—
[কণ্ঠরুদ্ধ হইল]

শম্ভু। ছি-ছি, আপনি একটিবার আমার কাছে—

বিনয়। কোন ভরসায় যাব ভাই? পাছে সেদিনের মত অপমানিত হই—

শম্ভু। কুঞ্জ।

কুঞ্জ। দাদা।

শম্ভু। গাড়ীটা নিয়ে চট্ করে চলে যাও। জলদি কিছু ভাল খাবার—

বিনয়। না শম্ভু, না। খাবার—

শম্ভু। বাধা দেবেন না বিনয়দা, তাহলে ভাববো আপনি আমায় ক্ষমা করতে পারেন নি। আমাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ দিন।

বিনয়। কিন্তু ভাই, আমার বাড়ীতে তুমি এসেছ। কোথায় আমি তোমাকে খাওয়াব—

কুঞ্জ। খাওয়াবার দিন তো চলে যায়নি? ছেলের চাকরি হলে পেট ভরে আপনি দাদাকে খাইয়ে দেবেন। না কি বলেন দাদা? হাঃ হাঃ হাঃ—

বিনয়। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন শম্ভু, বোস।

শম্ভু। বসছি। [বসিলেন]

বিনয়। দেখছে তো সংসারের অবস্থা? বসবার একখানা আসন পর্যন্ত নেই।

শম্ভু। বৌঠান—

বিনয়। অনেকদিন আগেই আমাকে মুক্তি দিয়ে চ'লে গেছে।

শম্ভু। বিনয়দা!

বিনয়। তার অভিযোগ ছিল অনেক।

শম্ভু। অভিযোগ?

বিনয়। দেশ স্বাধীন হবার পর, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনেকের ভাগ্যই ফিরে গেল। রাতারাতি বাড়ী, গাড়ীও ক'রে ফেললে অনেকে। আমার স্ত্রী আমাকে বলতো, তুমিও একটা কিছু কর। ওঁদের কাছে গেলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

শম্ভু। হ্যাঁ, গেলেই পারতেন?

বিনয়। পারতাম শম্ভু, কিন্তু মন থেকে সাড়া পেলাম না। উপযাচক হয়ে গিয়ে বলব, আমার দেশসেবার পুরস্কার দাও? আমি কি ভিখিরী?

শম্ভু। কিন্তু—

বিনয়। স্ত্রী প্রথমে অনুরোধ, তারপর অভিমান, শেষ পর্যন্ত যা নয় তাই গালাগাল দিত। ওরই বা দোষ কি বলো? দিনের পর দিন উপোষ করে মানুষ থাকতে পারে? শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে—

শম্ভু। আত্মহত্যা করলেন?

বিনয়। গেছে ভালোই হয়েছে। একটা খাইয়ে তো কমলো।

শম্ভু। বিনয়দা, আমি আপনাকে আত্মহত্যা করতে দেব না। এ জাতির লজ্জা, বাঙালী সমাজের লজ্জা, সমগ্র দেশের

অগৌরবের কথা। এই এক হাজার টাকা নিন, পরে আরো দেব।

বিনয়। না ভাই, টাকা আমার চাই না। যদি পারো স্বরাজের একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও। তুমি ইচ্ছে করলে—

শম্ভু। নিশ্চয়ই করে দেব, এতো আমার কর্ত্তব্য! আর কারো চাকরি হোক বা না হোক, আপনার ছেলের চাকরি হবেই। ভ্যাকান্সি না থাকলেও ভ্যাকান্সি করিয়ে নেব। হ্যাঁ, এই টাকাটা আপনি রাখুন।

[একটা খাম দিল]

বিনয়। সত্যিই শম্ভু, দূর থেকে তোমার অনেক বদনাম শুনি। মনটা মাঝে মাঝে খারাপ হয়ে যায়। এখন দেখছি, লোকে যতটা বলে, সত্যিই তুমি ততটা খারাপ নও।

শম্ভু। বিনয়দা—

বিনয়। বলো ভাই।

শম্ভু। আপনাকে একটা কাজ করে দিতে হবে।

বিনয়। নিশ্চয়ই করে দেব। বলো কি কাজ?

শম্ভু। সেদিনের মিলের ঘটনাটা নিশ্চয়ই শুনেছেন?

বিনয়। হ্যাঁ, ওরা সব বলাবলি করছিল—পুলিশ নাকি বিনা কারণে গুলী চালিয়ে একটা তাজা তরুণ প্রাণকে হত্যা করেছে।

শম্ভু। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। যুব সম্প্রদায় উত্তাল হয়ে উঠেছে। বলছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। তাই বলছিলাম, আপনি যদি স্বরাজকে একটু সংযত করে দেন—

বিনয়। কিন্তু শম্ভু, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ওরা যদি জেহাদ ঘোষণা করেই থাকে, সেটা কি অন্যায় ?

শম্ভু। ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন নয়। আপনার সংসারের যা অবস্থা, তাতে রাজনীতি করা শোভা পায় না। কথায় বলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আপনার ছেলে যদি এই আন্দোলন থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, তাকে আমি ভাল চাকরি দেব। শুধু তাই নয়, ছোট খাটো একটা সুন্দর বাড়ী—

বিনয়। না শম্ভু, তুমি আমাকে লোভ দেখিও না। তাছাড়া বিচার বিভাগীয় তদন্ত হলে, তোমার ভয়টা কিসের ?

শম্ভু। কি মুশকিল! আপনি বুঝতে পারছেন না, গুলী চালাতে আমিই হুকুম দিয়েছিলাম যে!

বিনয়। শম্ভু! শম্ভু! তুমি—তুমি গুলী করতে হুকুম দিয়েছিলে ? তুমি—তুমি—

[মিষ্টির হাঁড়ি লইয়া কুঞ্জলালের প্রবেশ।]

কুঞ্জ। রাজভোগ, রাজভোগ এনেছি দাদা। চমৎকার জিনিস। হেঁ-হেঁ হেঁ, যাকে বলে ফার্ষ্ট ক্লাশ!

শম্ভু। নিন দাদা, মিষ্টিটা খেয়ে নিন। পরে কথা হবে। পেটে খিধে নিয়ে আলোচনা করা যায় না। নিন—

বিনয়। না শম্ভু, ও মিষ্টি আমার গলা দিয়ে নামবে না। মিষ্টি তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

শম্ভু। আহা, মিষ্টিটা কি দোষ করলো ? আপনি অভুক্ত জেনেই আনিয়েছি।

বিনয়। তোমার হাতে এখনো লেগে রয়েছে ক্ষুধার্ত্ত

মানুষের তাজা রক্ত। তুমি খুনী। তুমি ঘাতক। তুমি জল্লাদ। আমি উপোস করে না হয় মরব শম্ভু তবু তোমার দেওয়া খাবার খাব না।

কুঞ্জ। যাচ্চলে! এই বললেন খাবো—

বিনয়। তখন কি জানতাম, শম্ভু নিজেই গুলী চালাতে আদেশ দিয়েছিল? ছি শম্ভু, ছি! গোটা দেশের হাজার হাজার ক্ষুধার্ত্ত জনতা তোমার মুখ চেয়ে বসে আছে আর তুমি ভাতের বদলে গুলি চালাতে আদেশ দিলে? ভাতের বদলে গুলী—এই কি স্বাধীনতার মূল্য?

শম্ভু। আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও তাই করতেন। যাক, যা হয়ে গেছে তার ওপরে কারো হাত নেই। এখন—

বিনয়। কে বলে হাত নেই? শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে ভুলে গেছ মানবিক আদর্শ। ভুলে গেছ একটা মহৎ প্রতিষ্ঠানের সুনামের কথা। জোতদার, মজুতদার, মিলমালিকের স্বার্থে তোমরা চালিত হচ্ছ। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র চাপা পড়ে গেছে ব্যক্তি স্বার্থের নীচে।

[চলে যাচ্ছিলেন

শম্ভু। মিষ্টি না খান, টাকাটা নিয়ে যান।

বিনয়। আমি সরকারি আমলা নই শম্ভু। ঘুষ দিয়ে আমার মুখ তুমি বন্ধ করতে পারবে না। পারবে না যুবসমাজের গণতান্ত্রিক আন্দোলন থামিয়ে দিতে। আমার

ছেলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেবে, তবু স্বৈরাচারীর অপশাসন মাথা পেতে নেবে না।

[প্রস্থান।

কুঞ্জ। সত্যিই নির্লোভ মানুষ।

শম্ভু। নির্লোভ মানুষ? ব্যাটা শয়তানের যাসু। আমাকে যদি সরে যেতেই হয়, যাবার আগে শয়তানদের এমন শিক্ষা দিয়ে যাবো—

কুঞ্জ। দাদা।

শম্ভু। সরকার নাকি বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দিয়েছে। আমি দেখতে চাই এই প্রহসনের শেষ কোথায়। আমার নাম শম্ভূ চরণ ঘোষ! আমার ইচ্ছায় দলের নীতি নির্দ্ধারিত হবে। আমার ইচ্ছায় মন্ত্রীরা উঠবে বসবে—তাদের দপ্তর বদল হবে। আমি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে দলটাকে ভেঙে চুরে তছনছ করে দিতে পারি। আমি লৌহ মানব।

[সিন পড়িল]

পঞ্চম দৃশ্য

[পথ]

[কথা বলিতে বলিতে শশাঙ্ক ও বেণীমাধবের প্রবেশ।]

বেণী। মার দিয়া কেল্লা। কে জানতো বাবু, শালা চালের দর এমন হু-হু করে বেড়ে যাবে ? চার টাকা কিলো—?

শশাঙ্ক। আমি জানতাম চালের দর বাড়বে। সেই জন্যেই চেপে রেখেছিলাম।

বেণী। আপনি জানতেন ?

শশাঙ্ক। কর্ডনিং যত কড়াকড়ি হবে চালের দর তত বাড়বে—এতো জানা কথা। এদিকে সরকারের ভাঁড়ে মা ভবানী। রেশনে যা দিচ্ছে আধপেটা খেলে তিন দিন চলে। বাকি চার দিন খাবে কি—কলাটা ?

বেণী। আমাদের একটু হুশিয়ার থাকতে হবে। যুবসংঘ উঠে পড়ে লেগেছে. কারো ঘরে চাল আছে জানতে পারলে—

শশাঙ্ক। ও জন্যে ভাবিনা। কোথায় হামলা হবে আগে থাকতে আমি খবর পেয়ে যাবো।

বেণী। কি করে খবর পাবেন ?

শশাঙ্ক। চারদিকে জাল পেতে রেখেছি। পুলিশ নিজে-দের গরজেই আমাকে খবর দেবে।

[একবার মুখ দেখা গেল বিপ্লবের, আবার লুকাইল]

বেণী। আমাদের সন্দেহ করেছে ঠিকই, কিন্তু গুদাম

ফাঁকা। সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে নেটি ইঁদুর, হাঃ-হাঃ-হাঃ! ব্যাটারা হন্যে কুকুরের মত ঘুরছে কোথায় চাল আছে ধরবে বলে। হাঃ-হা -হাঃ—

শশাঙ্ক। খাদ্যমন্ত্রী দিল্লী থেকে শুধু হাতে ফিরে এসেছেন। ওঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন চালের আবদার করবেন না। আরো যদি পঁচিশ হাজার কুইন্টাল কিনে রাখতাম, আজ আর দেখতে হোত না। একেবারে লালে লাল—

বেণী। এতেই কম লাল হবেন নাকি? বিশ হাজার কুইন্টাল এখনো মজুত আছে। প্রতি কুইন্টালে দশ কেজি করে কাঁকর বালু মেশালে —

শশাঙ্ক। দশ নয় বেণী, পনের কিলো মেশাতে হবে।

বেণী। কিন্তু বাবু—

শশাঙ্ক। আরে বাপু, চাল মোটে পাওয়াই যাচ্ছে না। এখন অর্দ্ধেক মেশালেও কারো কিছু বলবার নেই। ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। পাচ্ছে, এই তো চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি।

[কুঞ্জলালের প্রবেশ]

কুঞ্জ। কি খবর শশাঙ্কবাবু?

শশাঙ্ক। খবর তো আপনারা দেবেন স্যার।

কুঞ্জ। আপনি আমার বন্ধু শশাঙ্কবাবু। তাই বলছি, যদি বাঁচতে চান যুব সমিতির সভ্য হয়ে যান।

বেণী। কি বলছেন স্যার? বাবুর বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। এই বয়সে যুব সমিতির সভ্য হবেন?

কুঞ্জ। সাধে কি আর হবেন, ঠ্যালায় পড়ে হতে হবে। আমিও তাই হবো ভাবছি।

শশাঙ্ক। হঠাৎ ভোল পরিবর্তন করতে যাবেন কেন?

কুঞ্জ। হঠাৎ নয় শশাঙ্কবাবু, হঠাৎ নয়, অনেক গ্যাড়াকলের ব্যাপার হয়ে গেছে। মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচরণ ঘোষের গণেশ উলটে গেল বলে। যুগশক্তি যে ভাবে উঠে পড়ে লেগেছে –

বেণী। আপনি যত সহজ ভাবছেন তত সহজে শম্ভুবাবুকে সরানো সম্ভব নয়।

কুঞ্জ। মেলা বকিও না বাবু! কতটুকু জানো তুমি? অনেক কুকীর্ত্তির নায়ক শম্ভুচরণ। মন্ত্রীসভা গোপনে সি, আই, ডি লাগিয়েছে তা জানো? ব্যাটা রাঘব বোয়াল। গোটা দেশকে গ্রাস করতে চাইছিলো।

শশাঙ্ক। আপনি যে বেসুরো গাইছেন কুঞ্জবাবু?

কুঞ্জ। বেসুরো নয় মশাই, আমার সুর ঠিকই আছে। মানে আমরা মার্কসবাদীও নই, গান্ধীবাদীও নই। আমরা হলাম সুবিধাবাদী। যেদিকে জল গডাবে, আমরাও বেনোজলের মত সেই দিকে গডাব। হাঃ হাঃ হাঃ—

শশাঙ্ক। আপনি যে ভয় ধরিয়ে দিলেন মশাই।

কুঞ্জ। বলছাম তো যুব সমিতির সভ্য হয়ে যান।

বেণী। বাবুকে নেবে না ওরা। বাবুর ছেলেকে হয়তো নিতে পারে।

শশাঙ্ক। তুমি চুপ কর অপদার্থ। আমার ছেলের বয়স চার বছর—

কুঞ্জ। চলে যাবে।

শশাঙ্ক। চলে যাবে মানে ?

কুঞ্জ। চারকে চব্বিশ করে দিন, দিব্যি মানিয়ে যাবে।

শশাঙ্ক। কিন্তু—

কুঞ্জ। আরে মশাই, কুইণ্টালে যদি দশ কিলো ভেজাল মেশাতে পারেন, ছেলের বয়সটাতে কুড়ি বছর ভেজাল দিতে পারবেন না ?

বেণী। আচ্ছা বাবু, বামপন্থী আর দক্ষিণপন্থী আদায় কাঁচকলায় ছিল। একে অপরের পিণ্ডি চটকাতো। হঠাৎ ওরা একসঙ্গে মিশলো কি করে ?

কুঞ্জ। কথা কি জানো বেণী, বড়দের মনে যত প্যাঁচ আছে, তরুণদের মনে ততটা নেই। সত্যিই ওরা কাজ করতে চায়। দেশের মানুষের মঙ্গল চায়। প্রয়োজন হলে হাসতে হাসতে ওরা বুকের রক্ত সহস্র ধারায় ঢেলে দিতেও পারে।

শশাঙ্ক। কুঞ্জবাবু !

কুঞ্জ। আমরা স্বার্থের সেবাদাস। ডান বলো আর বামই বলো, স্বার্থের ঘাণীতে সবাই পাক খাচ্ছে। সত্যিই যদি আমরা দেশের মঙ্গল চাইতাম, নিজেরা খেয়োখেয়ি না করে দলমত নির্বিশেষে কাজ করে যেতাম। আসলে আমরা চাই যশ, মান, অর্থ। গরীবের কল্যাণ কেউ চাই না—চাই নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ।

প্রস্থান।

বেণী। কি হবে বাবু ?

শশাঙ্ক। কিস্যু হবে না। শম্ভুচরণ যতদিন বেঁচে আছেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কোন নেতাই একটা কথা বলতে পারবে না। যত কেলেঙ্কারিই করুক, নিজেদের সুনাম রাখতে নেতারাই সব ধামা চাপা দেবে।

বেণী। কিন্তু শম্ভুবাবুর পিছনে নাকি সি, আই, ডি ঘুরছে ?

শশাঙ্ক। শম্ভুচরণ জাহান্নমে যাক, আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। আমি চাই এক টাকার চাল পাঁচ টাকায় বেচতে।

[পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশে ক্যাবলার প্রবেশ]

ক্যাবলা। গুড্ ইভনিং শশাঙ্কবাবু।

শশাঙ্ক। আ-আপনি—মানে, আপনাকেতো ঠিক—

ক্যাবলা। হাঃ হাঃ হাঃ—চিনতে পারছেন না, তাই না ?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ, না—মানে, আগে—

ক্যাবলা। কখনো দ্যাখেননি। দেখবেন কি করে ? ইউনিভারসিটিতে পড়াশোনা করতাম তো, তাই পরিচয় হয়নি। আমার বাবাকে কিন্তু আপনি চেনেন ?

বেণী। আপনার বাবা ?

ক্যাবলা। কর্ত্তার সিং ভাটিয়া।

বেণী। হ্যাঁ, হ্যাঁ। গত বছর আমাদের কাছ থেকে তিন জরি মাল কিনে ছিলেন। বড় ভালো লোক আপনার বাবা।

ক্যাবলা। কিন্তু মালে বড্ড ভেজাল ছিল।

শশাঙ্ক। দেখুন—

ক্যাবলা। আমার নাম শয়তান সিং।

বেণী। শয়তান—

ক্যাবলা। হ্যাঁ। শয়তান জব্দ সিং ভাটিয়া।

বেণী। হাঃ হাঃ হাঃ, দারুন নামতো শয়তান জব্দ সিং। হাঃ হাঃ হাঃ, পাঞ্জাবীদের নামগুলো ভারী ইয়ে।

ক্যাবলা। বাই দি বাই শশাঙ্কবাবু, কিছু মাল আমার চাই। দাম বেশী নিন ক্ষতি নেই, বাট্ ভেজাল যেন না হয়।

শশাঙ্ক। কিন্তু আপনার বাবা—

ক্যাবলা। বাবা অসুস্থ, তাই আমাকে পাঠালেন। গিয়েছিলাম আপনাদের বাড়ীতে। গিয়ে শুনলাম আপনারা বাজারের দিকে এসেছেন।

বেণী। মাল দিতে পারি, কিন্তু দামটা একটু বেশী পড়বে।

ক্যাবলা। ও ইয়েস। বাজারে যখন চাল নেই, আপনিইবা কম দামে দেবেন কোত্থেকে? তা, কি রকম দাম পড়বে?

বেণী। চারশো টাকা কুইন্টাল।

ক্যাবলা। বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে না শশাঙ্কবাবু?

শশাঙ্ক। দেখুন সর্দারজী, চার-এর কমে দেওয়াই যাবে না। সাড়ে-তিনটাকা তো কেনাই পড়েছে। তার ওপর গোডাউন ভাড়া।

বেণী। তা ছাড়া আমাদের আরো নানারকম খরচ আছে থানায় একটা মোটা মাসোহারা দিতে হয়। ছেলেরা পূজোর চাঁদা মোটা রকম নিয়ে যাবে। কাজেই আমরা যদি কিছু না পাই—

ক্যাবলা। আচ্ছা, দরকার হলে বিশ বাইশ লরি সাপ্লাই দিতে পারবেন? টাকা অবশ্য ক্যাশেই পাবেন।

বেণী। হেঁ হেঁ, বিশ বাইশ লরি কি বলছেন, বিশ হাজার কুইন্টাল মাল মজুত আছে।

ক্যাবলা। কিন্তু আপনার গুদাম শুনছি ফাঁকা—

শশাঙ্ক। আপনি নিজে ব্যবসায়ী। বুঝতেই তো পাচ্ছেন, এ সব মাল গুদামে রাখা নিরাপদ নয়।

ক্যাবলা। ও ইয়েস, সে তো একশো বার। তাহলে কাল রাত আটটা নাগাদ যাব। চলি—

[চলে যাচ্ছিল]

বেণী। শয়তানবাবু।

ক্যাবলা। কিছু বলবেন ?

বেণী। ইয়ে—মানে, হাওয়া কোনদিকে বইছে ?

ক্যাবলা। হাওয়া ?

বেণী। হ্যাঁ, শম্ভুচরণের বিরুদ্ধে নাকি জনমত সোচ্চার হয়ে উঠেছে ?

ক্যাবলা। শম্ভুচরণটা কে ?

শশাঙ্ক। সেকি মশাই, শম্ভুচরণকে চেনেন না ? লৌহ-মানব শম্ভুচরণ ঘোষ, গোটা দেশের ভাগ্যবিধাতা।

ক্যাবলা। দেখুন শশাঙ্কবাবু, জানেন তো, পাঞ্জাবীরা ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত। কোথায় কার গদী উলটে গেল ওনিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। আমাদের চাই টাকা। টাকা পেলে সাই-বেরিয়ায় যেতেও আমাদের আপত্তি নেই। হাঃ হাঃ হাঃ। আচ্ছা, কাল রাত আটটা—

[প্রস্থান]

বেণী। একেবারে খাঁটি পাঞ্জাবীর বাচ্চা। টাকা ছাড়া কোন খবরই রাখে না।

শশাঙ্ক। চলো অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে। আজ রাত্রের মধ্যেই কুইন্টালে বিশ কেজি করে কাঁকর বালু ধান মিলিয়ে দিতেহবে।

বেণী। তখন বললেন পনের কিলো—

শশাঙ্ক। ওরে বাপু, মওকা যখন পেয়েছি ছাড়বো কেন? তা ছাড়া মাল নেবে রাতের অন্ধকারে। দেখে নেবার সুযোগ আছে? আর নগদ টাকা হাতে পেলে আমিই কি স্বীকার করব চাল বেচেছি বলে।

বেণী। পায়েরধুলো দিন বাবু। সত্যিই আপনি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি।

[পায়ের ধুলা লইল]

শশাঙ্ক। সাধে কি আর শম্ভুশরণের চেলাগিরি করেছি! তিনিই আমার গুরু। সব তাঁর কাছেই শেখা। এস—

বেণী। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

[স্বপন ও স্বরাজের প্রবেশ]

স্বরাজ। শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয় স্বপন, যুব সমাজের সামাজিক মুক্তিও চাই।

স্বপন। সামাজিক মুক্তি?

স্বরাজ। বর্ত্তমান যুবসমাজ অবক্ষয়ের পথ ধরে চলেছে। পূজোর নামে, উৎসবের নামে হিন্দিগানের উৎপাত। বঙ্গ সংস্কৃতির খবর রাখে না, অথচ হিন্দি ফ্লিমের নায়ক নায়িকাদের

কুষ্ঠি ঠিকুজির খবর রাখে। নেতারা গদী নিয়ে কাড়াকাড়ি করছেন। অথচ এদের দিকে তাকাবার ফুরসত নেই।

স্বপন। সত্যিই স্বরাজ, মাঝে মাঝে ভাবি, আমরা কোথায় নেমে যাচ্ছি। কিছু বলতে গেলেই ছেলেরা বলবে, জ্ঞান দেবেন না দাদা।

স্বরাজ। এর জন্যে দায়ী রাষ্ট্র, দায়ী অভিভাবক। আমরা দুহাত ভরে চুরি করব, ছেলেদের বলব চুরি করা অন্যায়। কেন মানবে তারা? সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। নতুন পথের সন্ধান দিতে না পারলে গোটা দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। বিলুপ্ত হয়ে যাবে বাঙালী নামে একটা মহান জাতি।

[পূর্বোক্ত পাঞ্জাবীর পোষাকে ক্যাবলার প্রবেশ]

ক্যাবলা। গুড ইভনিং স্বপনবাবু, স্বরাজবাবু নমস্কার।

স্বরাজ। নমস্কার। আপনি---মানে আপনাকেতো ঠিক চিনতে পারলাম না?

ক্যাবলা। আমার নাম শয়তান সিং ভাটিয়া। চালের বিজনেস করি।

স্বপন। চালের বিজনেস করেন, খুব ভাল কথা। তা আমাদের কাছে কেন? আমরা কি চালের আড়তদার?

ক্যাবলা। না, মানে আপনাদের হাতে কিছু চাল আছেতো, ইচ্ছে করলে আমার কাছে বেচে দিতে পারেন।

স্বরাজ। আপনি ভুল করছেন সর্দারজী। কিছু মজুত মাল আমরা উদ্ধার করেছি ঠিকই, তবে বেচে দেবার জন্যে নয়। মালটা নগদ দামে কণ্ট্রোল রেটে গরীবদের দিতে চাই।

ক্যাবলা। ও কথা অন্য লোককে বলবেন। আমি সব জানি।

স্বপন। কি জানেন, কি জানেন আপনি?

ক্যাবলা। জানি এই যে, মালগুলো ঝেড়ে দিয়ে আপনারা ফিষ্টি করবেন।

স্বপন। মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই! আপনার মত ইতরের প্রবৃত্তি বাঙালী ছেলেদের নেই।

[একদিকে দেখা গেল কুঞ্জলালের মুখ, অন্য দিক দিয়া বিপ্লবের প্রবেশ]

বিপ্লব। ক্যাবলাদা, পেয়েছি চালের গুদামের সন্ধান পেয়েছি!

স্বপন। ক্যাবলাদা?

স্বরাজ। আপনি - মানে, আপনি পাঞ্জাবী নন?

বিপ্লব। আরে, ও পাঞ্জাবী হতে যাবে কেন? ও তো ক্যাবলাদা শম্ভুবাবুর চাকর।

ক্যাবলা [হাসিয়া] না বিপ্লব, আমার নাম ক্যাবলা নয়— আমার নাম ইন্দ্রজিৎ দাশগুপ্ত।

স্বপন। ইন্দ্রজিৎ দাসগুপ্ত? ইন্টালিজেন্ট ব্রাঞ্চের নাম করা অফিসার?

স্বরাজ। আপনি—

ক্যাবলা। হ্যাঁ ভাই। বিশেষ কতকগুলো অভিযোগ পেয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ আমাকে নিয়োগ করেছিলেন। মোটামুটি তদন্ত শেষ করেছি। আশা করি রাঘব বোয়ালকে ডাঙায় তুলতে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাব। অবশ্য দেরীও হবে না। টোপ গিলেছে—এবার খেলিয়ে তুলতে পারলেই আমার কাজ শেষ।

[সিন পড়িল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[শশাঙ্ক রায়ের পূর্ব্বোক্ত ঘর]

[টেবিল চেয়ার পূর্ব্বের মতই সাজানো। টেবিলে টেলিফোন আছে। কথা বলিতেছিল শশাঙ্ক রায় ও কুঞ্জলাল।]

শশাঙ্ক। না কুঞ্জবাবু, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না। এটা আপনার টাকা নেওয়ার ফন্দি।

কুঞ্জ। মা কালীর দিব্যি শশাঙ্কবাবু, আমি নিজের কানে শুনেছি, কাবলা ওরফে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত যুব সমিতির সঙ্গে কথা বলছে। আজ রাত্রেই আপনার বারোটা বাজিয়ে দেবে।

শশাঙ্ক। আরে মশাই আমাকে বারোটা বাজাবে কোন শালা? চাঁদীর জুতোয় ঠাণ্ডা করে দেব না! লাগে দু'লাখ টাকা খরচ করব।

কুঞ্জ। সে গুড়ে বালি। পাশা উলটে গেছে। আপাতকালে দেখবেন কেউ আপনার পাশে নেই। ইন্দ্রজিৎ বাঘা অফিসার। তার পেছনে আছে যুব সমিতি। আপনাকে এবার চিৎ করবেই।

শশাঙ্ক। বারে বারে চিৎ করবে, চিৎ করবে বলবেন না মশাই— শুনতে ভাল লাগে না।

কুঞ্জ। আমারই কি বলতে ভাল লাগে? কিন্তু ওরা বললে, শশাঙ্ক ব্যাটাকে চিৎ করে—

শশাঙ্ক। উঃ, আপনি থামবেন মশাই। আমার এদিকে

মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা—[ফোন তুলিয়া] হ্যালো—দয়া করে একবার শম্ভুবাবুকে দিন না? কে? শম্ভুবাবু? গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছি স্যার। দয়া করে আপনি যদি রক্ষা না করেন—

কুঞ্জ। শম্ভুদা নিজেই চিৎ হতে—

শশাঙ্ক। তুমি থামবে লাটের বাট হরিদাস পাল? হ্যা—না স্যার, না স্যার আ—আপনাকে বলিনি। শালা, আজ্ঞে না, আজ্ঞে না—দোহাই ইষ্টদেবতার, আ-আমি কুঞ্জবাবুকে বলছি। হ্যাঁ স্যার, আমার সামনেই আছেন। খালি বলছেন চিৎ করবে। আমি স্যার—হ্যাঁ স্যার দিচ্ছি। [রিসিভার কুঞ্জের হাতে দিল]

কুঞ্জ। হ্যালো! বলুন আমি কুঞ্জলাল। না দাদা, একদম সময় পাই না। আপনার দিব্যি! কি বলচেন? ক্যাবলা—হ্যাঁ-হ্যাঁ— না দাদা, ওর নাম ক্যবলা নয়। তুদে আই-বি অফিসার ইন্দ্রজিৎ দাসগুপ্ত। না-না, আপনার ভয় পাওয়ার কি আছে? জনতা যখন আপনার সহায়। এ্যা—মন্ত্রীসভা কথা শুনছে না? হ্যাঁ-হ্যাঁ আপনি আসুন, ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা ছেড়ে দিলাম। [ফোন রাখিল]

শশাঙ্ক। কি বলছিল ব্যাটা?

কুঞ্জ। ব্যাটা নয়, শম্ভুদা।

শশাঙ্ক। শম্ভুদা? ব্যাটা রাঘব বোয়াল। কিছুতেই খাই মেটে না। দেশসেবার নামাবলি গায়ে দিয়ে কলির কেষ্ট সেজে ছিল ব্যাটা।

কুঞ্জ। একটা কথা মনে রাখবেন শশাঙ্কবাবু, মরা হাতী লাখ টাকা। শম্ভুদার যত বদনামই হোক, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মুখের উপর কথা বলবে, এমন নেতা এখনো এ দেশে জন্মায়নি। তাই বলছি, মরা হাতী—

শশাঙ্ক। হাতী নয়, বলুন মরা ছাগল। দেশের তরুণ দল টেনে ভাগাড়ে ফেলে দেবে।

কুঞ্জ। কোথায় ফেলবে তা আমি জানি না। তবে স্বপ্নাকে খবর দিতে বললেন। আর দু বোতল বিয়ার রাখতে বললেন। এবার কি করবেন আপনি জানেন। তবে আমার মনে হয়, কেউ যদি আপনাকে বাঁচাতে পারেন, তিনি হচ্ছেন ঐ শম্ভু চরণ ঘোষ—আর কেউ নয়।

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। উঃ, জ্বালিয়ে মারলে ব্যাটা। এখন আমি চাল সরাব, না মদের জোগাড় করব? কি জ্বালায় যে পড়লাম! শালা বেণীটাও আসছে না।

[বিনয়কে সঙ্গে লইয়া বেণীর প্রবেশ।

শশাঙ্ক। আসুন আসুন বিনয়বাবু। বসুন।

বিনয়। বসতে হবে না, কি জন্যে খবর দিয়েছেন বলুন?

বেণী। দেখুন স্যার—

বিনয়। আমি স্যার নই বেণী, আমার নাম বিনয় বোস।

শশাঙ্ক। দেখুন বিনয়বাবু, আপনি যদি দয়া করে আমার একটা উপকার করে দেন, আপনার বাড়ী বন্ধকীর দলিলটা ছেড়ে দেব। শুধু তাই নয়, দশ হাজার টাকাও আপনাকে দিচ্ছি।

বিনয়। কাজটা কি?

শশাঙ্ক। আপনার ছেলে নাকি দল পাকাচ্ছে আজই লোকজন নিয়ে আমার বাড়ীতে হামলা করবে। তাই বলছিলাম ওকে যদি বলে কয়ে নিবৃত্ত করতে পারেন—

বিনয়। আপনি পুলিশে খবর দিন।

বেণী। আহা, পুলিশ তো ওদের সাহায্য করছে।

বিনয়। কি আশ্চর্য! জনতা হামলা করলে পুলিশ সাহায্য করবে কেন?

শশাঙ্ক। কি মুশকিল, আমার গুদামে চাল আছে তো—

বিনয়। চাল আছে? কিন্তু বাজারে একদানা চাল নেই, কোন আক্কেলে চাল মজুত করেছেন আপনি? দেশের প্রতি, জাতির প্রতি এতটুকু কর্তব্য নেই আপনার? লোভ কি এতই প্রবল? ছি শশাঙ্কবাবু, ছি।

শশাঙ্ক। যা হবার হয়ে গেছে। দয়া করে আপনি আমাকে বাঁচান বিনয়বাবু। আমি আপনাকে রাজা করে দেব। দশ হাজার নয়, বিশ হাজার টাকা দেব আপনাকে। বেণী, বিনয়-বাবুকে বিশ হাজার টাকা দিয়ে দাও। যান, বেণীর সঙ্গে যান বিনয়বাবু।

বিনয়। আপনি তো জানেন শশাঙ্কবাবু, চোরাগলিতে চলবার অভ্যেস আমার নেই।

বেণী। কি মুশকিল, মুখের একটা কথায় আপনি বিশ হাজার টাকা পাচ্ছেন। দারিদ্র ঘুচে যাবে, উপোস করে থাকতে হবে না। রাজার হালে—

বিনয়। অভাব আমার আছে বেনী। দিনান্তে একবেলা জুটছে না তাও ঠিক, তবু অন্যায়ের সঙ্গে জীবনে কোনদিন আপোস করিনি, আজও করব না।

[চলে যাচ্ছিলেন]

শশাঙ্ক। পেটে নেই ভাত বড় বড় বাত! হাতী নাদে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারতে চায়! শালা ভিখ মাঙ্গা—

বিনয়। আমি গরীব হতে পারি শশাঙ্কবাবু, তবে জোচ্চোর বেইমান নই।

শশাঙ্ক। কি বললে, আমি বেইমান?

বিনয়। শুধু বেইমান বললে ভুল হবে, আপনি একটা হৃদয়-হীন কসাই।

শশাঙ্ক। মুখ সামলে কথা বল'ব!

বিনয়। দেশের মানুষ একমুঠো 'ভাতে' জন্যে হাহাকার করছে। আর আপনার মত রক্তচোষা পিশাচের দল অতি মুনাফার লোভে হাজার হাজার কুইন্টাল চাল গুদামজাত করে রেখেছে। রেহাই দেবে না, জনতা আপনাকে ছিঁড়ে খাবে।

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। কি করি বেণী! চালগুলো কোথায় পাচার করি? উঃ, আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে।

বেণী। আমি ভেবে পাচ্ছি না বাবু, আমাদের এই বাড়ীর তলায় যে চালের গুদাম আছে ওরা জানলে কি করে?

শশাঙ্ক। তুমি ব্যাটা যত নষ্টের গোড়া।

বেণী। আমি?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ-হ্যাঁ তুমি। পরশু রাত্রে বেশী দাম পেয়ে পাঁচ-

কুইন্টাল চাল যখন দিনের বেলায় বিক্রি করলে, তখনই বুঝে-ছিলাম বাঁশটি দিলে আমাকে। ওই শালা বিপ্লবটা দাঁড়িয়ে দেখেছিল সব।

[শম্ভুচরণের প্রবেশ]

শম্ভু। কি হয়েছে শশাঙ্ক? তোমার বাড়ীর চারিদিকে অত ছেলে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

শশাঙ্ক। [শম্ভুর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে] শম্ভুবাবু— আমাকে বাঁচান। শালারা নাকি আমাকে চিৎ করবে। ও-হো-হো, আমার বিশ হাজার কুইন্টাল সোনা—

শম্ভু। সোনা? বিশ হাজার কুইন্টাল সোনা?

শশাঙ্ক। আজ্ঞে চালই সোনা। আমার লাখ লাখ টাকার মাল। বাঁচান বাবু—আমাকে বাঁচান! নইলে আমি আত্ম-হত্যা করবো!

শম্ভু। আমি ওপরে যাচ্ছি। দু বোতল বিয়ার পাঠিয়ে দাও। ভয় নেই শশাঙ্ক। আমি যতক্ষণ আছি, কারো সাধ্য হবে না। তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করে।

শশাঙ্ক। দিচ্ছি বাবু—বিয়ার পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ যাত্রা আমাকে রক্ষা করুন, আর জীবনে কোনদিনচাল মজুত করব না।

শম্ভু। তোমার গুদামটা কোথায়?

বেণী। যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এই ঘরের মাটির তলায়।

শম্ভু। আশ্চর্য! এ গুদামের খবর ওরা পেলে কি করে?

শশাঙ্ক। শালা বিপ্লব খবর দিয়েছে। দিনের বেলায় এই বেণী শুয়রোর বাচ্চা—

বেণী। গাল দিচ্ছেন কেন বাবু?

শশাঙ্ক। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব শালা! শালা বেণী লাভ খাবে? বেরো, বেরো শুয়ারের বাচ্চা আমার চোখের সামনে থেকে। ও-হো-হো, আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব! আমার লাখ লাখ টাকার মাল—ও-হো-হো —ও-হো-হো—

[চুল টানিতে টানিতে কাঁদিতে লাগিল]

শম্ভু। ভয় নেই শশাঙ্ক, সব দায়িত্ব আমার। তুমি বিয়ার আনতে দাও। আমি ওপরে আছি। হ্যাঁ, ওকে একবার খবর দিও।

[প্রস্থান।

শশাঙ্ক। এস শালা, আমার বাপের শ্রাদ্ধের মদ জোগাড় কর।

বেণী। টাকা?

শশাঙ্ক। আয় দিচ্ছি।

[উভয়ে প্রস্থান]

[স্বপন, স্বরাজ, বিপ্লব ও ক্যাবলার প্রবেশ। ক্যাবলার পাঞ্জাবী বেশ নেই। স্যুট, কোট পরিহিত তরুণ।]

ক্যাবলা। গুদামটা কোথায় বিপ্লব?

বিপ্লব। এই ঘরটার নীচে স্যার।

ক্যাবলা। স্বপন বাবু, আপনি যান। পুলিশদের বলুন, গোটা বাড়ীটা যেন ঘিরে ফেলে। শশাঙ্কবাবু যেন পালাতে না পারে।

স্বপন। হ্যাঁ, বলে আসছি।

[চলে গেল]

ক্যাবলা। স্বরাজ বাবু!

স্বরাজ। বলুন।

ক্যাবলা। আপনার দলের ছেলেদের বলুন, কেউ যেন অযথা শান্তি ভঙ্গ না করে। আইন তার নিজস্ব পথ ধরে চলবে। আমরা যেমন চাইনা নির্দোষী শাস্তি পাক, তেমনি অপরাধী ছাড়া পেয়ে যাক এটাও আমরা চাইনা।

স্বরাজ। আমি ছেলেদের শান্ত থাকতেই নির্দেশ দিয়ে এসেছি। তবে আইনের ফাঁক দিয়ে রাঘব বোয়াল যদি বেরিয়ে যায় জনতাকে কিন্তু শান্ত রাখা যাবেনা।

ক্যাবলা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অপরাধী নিশ্চয়ই শাস্তি পাবে। পালাবার কোন উপায় নেই।

[শশাঙ্কের প্রবেশ]

শশাঙ্ক। কি ব্যাপার. আপনারা?

ক্যাবলা। চিনতে পারছেন শশাঙ্কবাবু?

[স্বপনের পুণঃ প্রবেশ]

শশাঙ্ক। কই নাতো?

ক্যাবলা। সেকি মশাই? শয়তান জব্দসিংকে এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?

শশাঙ্ক। দয়া করে আপনি একবার ভেতরে আসবেন?

ক্যাবলা। কেন?

শশাঙ্ক। হেঁ হেঁ, আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা ছিল।

স্বপ্লব। যাবেন না স্যার। ঘুষ দিয়ে ব্যাটা আপনার মুখ করতে চাইবে। এই বাড়ীর মাটির নীচে চালের গুদাম াছে।

শশাঙ্ক। মিথ্যে কথা স্যার, মিথ্যে—

স্বপন। মিথ্যে কথা? চাল যদি বেরোয় কি হবে তখন?

শশাঙ্ক। আ-আমি—

স্বপন। একটা সমাজ বিরোধী শয়তান। হাজার হাজার মন চাল থাকতে দেশের লোককে তুমি উপোস করিয়ে মারছো! জনতা তোমাকে ছিঁড়ে খাবে শশাঙ্ক রায়!

[দুহাতে দুটো মদের বোতল সহ বেণীকে টানিয়া লইয়া গুপের প্রবেশ। পেছনে আরও বহু লোক দরজায় ঠেলা ঠেলি করিয়া আসিল]

গুপে। স্বরাজ দা, এই ব্যাটা পাপের গোদা। দেখুন মদ নিয়ে এসেছে। বোতল সুদ্ধ ধরেছি ব্যাটাকে।

বেণী। [কাঁদিতে কাঁদিতে] দোহাইবাবু, মা কালীর দিব্যি, বাবা তারক নাথের দিব্যি, মদ আমি খাই না। শম্ভুবাবু আনতে বললো।

ক্যাবলা। কোথায় শম্ভুবাবু?

বেণী। দোতলায় বিশ্রাম করছেন।

ক্যাবলা। বিপ্লব, ডাকতো শম্ভুবাবুকে।

শশাঙ্ক। আমি ডেকে আনছি। [প্রস্থানোদ্যত]

ক্যাবলা। আপনি দাঁড়ান।

শশাঙ্ক। আজ্ঞে?

ক্যাবলা। পালাবার সমস্ত পথ রুদ্ধ শশাঙ্কবাবু। পুলিশ এবং হাজার হাজার জনতা আপনার বাড়ী ঘিরে রেখেছে। কেন জনতার হাতে মার খাবেন? বিপ্লব, যাও।

[বিপ্লবের প্রস্থান।

শশাঙ্ক। আপনি বিশ্বাস করুন স্যার, কোন গোপন গুদাম আমার নেই। মাল যা ছিল সরকারের হাতে তুলে দিয়েছি। সৎ নাগরিককে অযথা—

স্বপন। সৎ নাগরিক তুমি? সরকারী আমলাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, টন টন চাল মজুত করে, লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছ শয়তান।

স্বরাজ। তোমাকে আমরা জনতার হাতে ছেড়ে দেব। সরকার নয়, তোমার বিচার করবে দেশের ক্ষুধার্ত্ত জনতা।

শশাঙ্ক। না—না, ওদের হাতে দেবেন না। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

স্বপন। এত মৃত্যু ভয় তোমার? তাই যদি, তাহলে ক্ষুধার্ত্তের আকুল কান্না, ক্ষুধার্ত্ত আর্ত্তনাদ তোমার কানে পৌঁছোয় কেন বল দ? কেন শত শত মানুষকে না খাইয়ে মেরেছ? জবাব দাও, জবাব দাও মজুতদার—কেন জনতার দাবীকে উপেক্ষা করেছ তুমি?

[ধীর গম্ভীর ভাবে শম্ভুচরণের প্রবেশ।

শম্ভু। কি ব্যাপার? কি চায় এরা?

ক্যাবলা। নমস্কার মিঃ ঘোষ।

শম্ভু। তু-তুমি? ক্যাবলা—

ক্যাবলা। আজ্ঞে না, আমার নাম ক্যাবলা নয়, আমার নাম ইন্দ্রজিৎ দাসগুপ্ত। আশা করি নামটা আপনার পরিচিত।

শম্ভু। হুম। কিন্তু কি জন্যে এখানে হামলা করতে এসেছ জানতে পারি?

ক্যাবলা। শশাঙ্ক রায় কয়েক হাজার কুইন্টাল বে-আইনি চাল মজুত করে রেখেছে।

শম্ভু। বে-আইনি চাল নয়, বৈধ লাইসেন্স আছে ওর। অযথা ঝামেলা কোরনা। সৎনাগরিকদের যদি এইভাবে হায়রাণ হ'তে হয়, কোন ব্যবসায়ী ব্যবসাই করতে চাইবে না।

স্বরাজ। এই রাষ্ট্র দ্রোহী শয়তানকে পক্ষপুটে আড়াল দিয়ে বাঁচাতে পারবেন না শম্ভুবাবু। জনতা ওর বিচার করবে।

শম্ভু। জনতা বিচার করবে? এটা কি মগের মুলুক, নাকি আইন আদালত দেশ থেকে উঠে গেছে?

স্বপন। আইনের দোহাই দেবেন না। আইন শুধু গরীবদের জন্য। ধনীরা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখায়।

শম্ভু। তোমরা আমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিচ্ছ স্বপন।

ক্যাবলা। আপনার বিরুদ্ধেও বহু অভিযোগ আছে শম্ভু

শম্ভু। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ—

ক্যাবলা। একটা নয়, অভিযোগের পাহাড় জমে উঠে[illegible]

আপনার আচরণে শুধু জনগনই ক্ষুব্ধ নয়, মন্ত্রীসভাও [illegible]

স্বজনপোষণ, বে-আইনি লাইসেন্স দান, ক্ষমতার অপব্য[illegible]

দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ, বহু অভিযোগের প্রমান আমার হাতে [illegible]

গণতান্ত্রিক সরকারকে লোকচক্ষে হেয় করেছেন আপনিই [illegible]

শম্ভু। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—

ক্যাবলা। সাবধান আমাকে করতে হবে না, [illegible]

নিজেই সতর্ক থাকুন। রামদাস আগরওয়ালা আপনাকে বাড়ী করে দেয়নি?

[রাম দাসের প্রবেশ]

রাম। হাঁ বাবুজী, দেড়লাখ রুপেয়া খর্চ করে হামি বাড়ী করিয়ে দিয়েছি।

শম্ভু। রামদাস! বেইমান—বিশ্বাসঘাতক!

রাম। বেইমান হামি না আছে, হাপনি আছেন শম্ভুবাবু! খালি বাড়ী নয়, হামি হাপনাকে লাখ লাখ টাকা ঘুষ—

শশাঙ্ক। আমিও একলাখ টাকা দিয়েছি।

শম্ভু। শশাঙ্ক!

শশাঙ্ক। চোখ রাঙাবেন না। এখানে এসেই হুকুম দিতেন, বিয়ার নিয়ে আয়। মেয়েমানুষ চাই। মুরগীর মাংস চাই। আরো হাজার হাজার বায়নাক্কা।

বেণী। বলেন তো মেয়েটাকে হাজির করতে পারি। ভদ্র ঘরের মেয়ে। পেটের জ্বালার সুযোগ নিয়ে, এই ভদ্রবেশী শয়তান তার সর্ব্বনাশ করেছে।

ক্যাবলা। এর পরেও প্রমান চান শম্ভুবাবু? একটা মহৎ ...স্থানের মুখে কলঙ্ক লেপে দিয়েছেন। দেশের জনতার ...বেইমানী করেছেন। মন্ত্রীসভাকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন ...কুন। দেশের জনতা আপনাকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলী দেবে ...বে ঘৃণার থুৎকার।

...রাজ। বলো ভাইসব—বিচার চাই। যে স্বার্থান্বেষী ...া গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটাতে চায়, জাতির স্বার্থ ক্ষুন্ন করতে ...ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজের স্বার্থসিদ্ধিই যার কাম্য, ...আদালতে বিচার চাই সেই রাঘব বোয়াল-এর।

...্যমালা, ৫এ, কৃপানাথ লেন, কলিকাতা-৫ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও অবলা প্রেস, ১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
হইতে মুদ্রিত।

...াঙ্গল।